ইউনিট ১
বিভিন্ন গৃহপালিত পাখির জাত ও পরিচিতি

ইউনিট ১ বিভিন্ন গৃহপালিত পাখির জাত ও পরিচিতি

আমাদের এ সুন্দর পৃথিবীতে প্রায় আট হাজার ছয়শত প্রজাতির পাখি রয়েছে। এসব পাখি নানাভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে এ পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে রেখেছে। মানুষ কিছু কিছু পাখিকে পোষ মানিয়ে নিজ তত্ত্বাবধানে লালনপালন করে দীর্ঘদিনযাবৎ খাদ্য চাহিদার এক বিরাট অংশ পূরণ করছে। আবার কিছু কিছু পাখি মানুষ চিত্তবিনোদনের জন্যও পালন করে থাকে। পোষ মানানো এবং গৃহে পালিত সকল পাখিকেই সাধারণত গৃহপালিত পাখি বা পোল্ট্রির অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। গৃহপালিত পাখি বা পোল্ট্রি বলতে সেসব পাখি প্রজাতিকেই বুঝানো হয় যাদেরকে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে (প্রধানত ডিম ও মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যে) লালনপালন করা হয় এবং যারা মানুষের তত্ত্বাবধানে স্বাধীনভাবে বংশবিস্তার করতে পারে। যেমন: হাঁস, মুরগি, রাজহাঁস, কোয়েল, কবুতর, গিনি ফাউল, টার্কি ইত্যাদি। আবহাওয়ার তারতম্যের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি ও জাতের পাখি পালন করতে দেখা যায়। তবে, হাঁসমুরগি পৃথিবীর সকল দেশেই গৃহপালিত পাখি হিসেবে দেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রেখে আসছে। আমাদের দেশেও স্মরণাতীতকাল থেকেই মানুষ হাঁসমুরগি পালন করছে। আর এ পাখিগুলো আমাদের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে আছে। বৈজ্ঞানিক ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে মানুষও পাখি পালনের মাধ্যমে অধিক লাভবান হওয়ার নানা কৌশল আয়ত্ত করেছে। তাই কৃষিপ্রধান আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গৃহপালিত পাখি বা পোল্ট্রি পালনের আধুনিক জ্ঞান লাভ করা একান্ত প্রয়োজন।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে মুরগি, হাঁস, কোয়েল, রাজহাঁস, কবুতর, গিনি ফাউল প্রভৃতি গৃহপালিত পাখির বিভিন্ন জাতের পরিচিতি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ১.১ বিভিন্ন জাতের মুরগির পরিচিতি

এ পাঠ শেষে আপনি –

- মুরগির শ্রেণী, জাত, উপজাত এবং স্ট্রেইন বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক গুরুত্বে শ্রেষ্ঠ মুরগির প্রধান ৪টি শ্রেণী ও তাদের বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন জাতের মুরগির উৎপত্তি, দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও উৎপাদন ক্ষমতার বর্ণনা দিতে পারবেন।

গৃহপালিত মুরগিগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণী, জাত, উপজাত, স্ট্রেইন ইত্যাদিতে ভাগ করা হয়।

গৃহপালিত মুরগির (domestic chicken or domestic fowl) বৈজ্ঞানিক নাম *Gallus gallus domesticus (গ্যালাস গ্যালাস ডমেস্টিকাস)*। গৃহপালিত মুরগিকে বিভিন্ন শ্রেণী, জাত, উপজাত, স্ট্রেইন ইত্যাদিতে ভাগ করা হয়।

শ্রেণী (Class)

পৃথিবীর কোনো নির্দিষ্ট এলাকা হতে উদ্ভূত এবং কিছু কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যে সাদৃশ্যের অধিকারী মুরগিগুলো একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন- আমেরিকান শ্রেণী, ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণী ইত্যাদি।

জাত (Breed)

শ্রেণীর অধীনে আকার ও আকৃতিতে সাদৃশ্যের অধিকারী মুরগিগুলো যারা বংশ পরম্পরায় সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ স্থানান্তর করতে পারে তাদেরকে একটি জাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন- লেগহর্ন, মিনর্কা ইত্যাদি।

উপজাত (Variety)

পালকের রঙ এবং ঝুঁটির ধরনের ভিত্তিতে জাতের উপবিভাগভুক্ত মুরগিগুলো একটি উপজাতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- একক ঝুঁটির হোয়াইট লেগহর্ন লেগহর্ন জাতভুক্ত একটি উপজাত।

স্ট্রেইন (Strain)

প্রজননকারী কর্তৃক বিশেষ উদ্দেশ্যে কমপক্ষে ৫ বংশ পরম্পরায় অন্তঃপ্রজননের (inbreeding) মাধ্যমে সৃষ্ট বিশেষ নামধারী মুরগিগুলোকে একটি স্ট্রেইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন- স্টার ক্রস হোয়াইট, স্টার ক্রস ব্রাউন ইত্যাদি। বর্তমানে পোল্ট্রি শিল্পে বিশুদ্ধ জাত ব্যবহার না করে বিভিন্ন সংকর জাতের মুরগির স্ট্রেইনগুলো বাণিজ্যিকভিত্তিতে পালন করা হচ্ছে।

পৃথিবীতে মুরগির প্রায় ২০০টি জাত ও উপজাত রয়েছে।

পৃথিবীতে মুরগির প্রায় ২০০টি জাত ও উপজাত রয়েছে। এদের মধ্যে অর্থনৈতিক গুরুত্বের অধিকারী ৪টি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ জাত ও উপজাতসমূহের বিবরণ এ পাঠে বিবৃত হয়েছে। এ পাঠে শুধু বিশুদ্ধ জাত ও উপজাতগুলোই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু অধিক উৎপাদনশীল মুরগির স্ট্রেইন, যেগুলো বর্তমানে সারাবিশ্বে লেয়ার অর্থাৎ ডিম উৎপাদন এবং ব্রয়লার অর্থাৎ মাংস উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলোর কোনো বর্ণনা দেয়া হয় নি। এ পাঠের শেষে বিশ্বের কয়েকটি অধিক উৎপাদনশীল বাণিজ্যিক লেয়ার ও ব্রয়লার মুরগির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

আমেরিকান শ্রেণীর অধীনে মোট ১৩টি জাত রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হয়েছিল বলে এদেরকে আমেরিকান শ্রেণীর

আমেরিকান শ্রেণী (American Class)

আমেরিকান শ্রেণীর অধীনে মোট ১৩টি জাত রয়েছে। এ জাতগুলো যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হয়েছিল বলে এদেরকে আমেরিকান শ্রেণীর জাত বলা হয়ে থাকে। সাধারণত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আনা ছোট জাতের কর্মঠ মুরগির সাথে এশিয়া থেকে আমদানী করা বড় আকারের মোরগের সংকর প্রজনন করে আমেরিকান শ্রেণীর মুরগি সৃষ্টি করা হয়েছিল। এখানে এদের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- এদের পায়ের নালা পালকবিহীন।
- কানের লতি লাল রঙের।
- এরা ডিম ও মাংস উৎপাদন উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহার উপযোগী।
- গায়ের চামড়া হলুদ রঙের।
- ডিমের খোসার রঙ বাদামি।
- এরা আকারে মাঝারি।

আমেরিকান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত জাতসমূহ

১. প্লাইমাউথ রক (Plymouth Rock) ঃ এটি আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত। কারণ, এরা একদিকে যেমন ভালো মাংস উৎপাদন করতে পারে অন্যদিকে তেমনি বেশি ডিমও উৎপাদন করতে পারে। এদের কুঁচে হওয়ার প্রবণতা আছে।

উৎপত্তিস্থল	ঃ	১৮৬৫ সালে আমেরিকার প্লাইমাইথ শহরে এদের উৎপত্তি
উপজাত	ঃ	৭টি

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

দেহ	ঃ	লম্বা ও প্রশস্ত
মাথার ঝুঁটি	ঃ	একক ঝুঁটিবিশিষ্ট
কানের লতি	ঃ	লাল রঙের

গায়ের চামড়া	ঃ	হলুদ রঙের
ডিমের খোসা	ঃ	বাদামি রঙের
ওজন	ঃ	প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ- ৪.৩ কেজি
		প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি- ৩.৪ কেজি
ডিম উৎপাদন	ঃ	বছরে ১০০-১৫০টি

ক– বার্ড প্লাইমাউথ রক মোরগ খ– হলুদ প্লাইমাউথ রক মুরগি

চিত্র ১(ক, খ) ঃ বার্ড প্লাইমাউথ রক উপজাতের মোরগ ও বাফ বা হলুদ প্লাইমাউথ রক উপজাতের মুরগি

২. রোড আইল্যান্ড রেড (Rhode Island Red) ঃ এ জাতের মুরগিগুলো খুব কর্মঠ হয়। যারা অল্পসংখ্যক মুরগি পালন করে থাকেন তাদের কাছে এ জাতের মুরগিগুলো খুবই পছন্দের। এরা ডিম ও মাংস উভয় উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হলেও এদের ডিম উৎপাদনের হার বেশি।

উৎপত্তিস্থল	ঃ	আমেরিকার রোড আইল্যান্ড প্রদেশ
উপজাত	ঃ	২টি

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

দেহ	ঃ	আয়তাকার
বুক	ঃ	চওড়া, গভীর এবং সামনের দিকে উঁচু
পৃষ্ঠদেশ	ঃ	চওড়া, লম্বা ও সমতল
কানের লতি	ঃ	ছোট ও লাল রঙের
পায়ের নালা	ঃ	পালকবিহীন
গায়ের চামড়া	ঃ	হলুদ রঙের
পালক	ঃ	লাল রঙের
ডিমের খোসা	ঃ	বাদামি রঙের
ওজন	ঃ	প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ– ৩.৯ কেজি
		প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি– ২.৯ কেজি
ডিম উৎপাদন	ঃ	বছরে ১৫০-২০০টি

চিত্র ২ ঃ রোড আইল্যান্ড রেড জাতের মোরগ

৩. নিউ হ্যাম্পশায়ার (New Hampshire) ঃ রোড আইল্যান্ড রেড জাতের সাথে অন্য জাতের মিলন ঘটিয়ে এ জাতটিকে তৈরি করা হয়েছে। এদেরকে ডিম ও মাংস উভয় উৎপাদনের জন্য পালন করা যায়। এরা বেশ কষ্টসহিষ্ণু।

উৎপত্তিস্থল	ঃ	আমেরিকার নিউ হ্যাম্পশায়ার
উপজাত	ঃ	কোনো উপজাত নেই

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

দেহ	ঃ	রোড আইল্যান্ড রেডের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম আয়তাকার
মাথার ঝুঁটি	ঃ	একক ঝুঁটিবিশিষ্ট
কানের লতি	ঃ	লাল রঙের
পায়ের নালা	ঃ	পালকবিহীন
গায়ের চামড়া	ঃ	হলুদ রঙের
পালক	ঃ	তামাটে লাল, তবে লেজের পালকগুলো কালো
ডিমের খোসা	ঃ	বাদামি রঙের
ওজন	ঃ	প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ- ৩.৯ কেজি প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি- ২.৯ কেজি
ডিম উৎপাদন	ঃ	বছরে ১৪০-১৬০টি

এ শ্রেণীর অধীনে মোট ৬টি জাত রয়েছে। এদের মধ্যে লেগহর্ন সবচেয়ে জনপ্রিয়। ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণীর জাতগুলোর উৎপত্তিস্থল ইটালি ও আশেপাশের অঞ্চলে।

ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণী (Mediteranean Class)

এ শ্রেণীর অধীনে মোট ৬টি জাত রয়েছে। এদের মধ্যে লেগহর্ন সবচেয়ে জনপ্রিয়। ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণীর জাতগুলোর উৎপত্তিস্থল ইটালি ও আশেপাশের অঞ্চলে। মিনর্কা ছাড়া অন্য সবগুলো জাত ছোট আকারের। এখানে এদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- এদের পায়ের নালা পালকবিহীন।
- পালক আটোসাঁটো ও দেহের সাথে সুবিন্যস্থ।
- এরা আকারে ছোট।
- কুঁচে হওয়ার অভ্যাস একেবারেই নেই।

- অপেক্ষাকৃত কম বয়সে ডিম দেয়া শুরু করে।
- ডিম উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
- এদের গায়ের চামড়ার রঙ সাদা অথবা হলুদ।
- কানের লতি সাদা রঙের।
- ডিমের খোসার রঙ সাদা।

ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত জাতসমূহ

১. লেগহর্ন (Leghorn) ঃ ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণীর জাতগুলোর মধ্যে লেগহর্ন সবচেয়ে জনপ্রিয়। ডিম উৎপাদনের জন্য এরা বিখ্যাত। লেগহর্ন জাত মুরগির জাত উন্নয়নে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

উৎপত্তিস্থল	ঃ	ইটালি
উপজাত	ঃ	১৩টি

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

আকার	ঃ	ছোট
দেহ	ঃ	ত্রিভুজাকার অর্থাৎ কাঁধের দিকে চওড়া ও লেজের দিকে ক্রমশ সরু এবং দেহ আঁটোসাটো
পৃষ্ঠদেশ	ঃ	লম্বা ও চওড়া
কানের লতি	ঃ	সাদা রঙের
পায়ের নালা	ঃ	পালকবিহীন
গায়ের চামড়া	ঃ	হলুদ রঙের
ডিমের খোসা	ঃ	সাদা রঙের
ওজন	ঃ	প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ- ২.৭ কেজি প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি- ২.০ কেজি
ডিম উৎপাদন	ঃ	বছরে ২০০-২৫০টি

ক– ব-্যাক লেগহর্ন মুরগি খ– হোয়াইট লেগহর্ন মুরগি

চিত্র ৩ (ক, খ) ঃ ব্ল্যাক ও হোয়াইট লেগহর্ন উপজাতের মুরগি

২. মিনর্কা (Minorca) ঃ ভূমধ্যসাগরীয় জাতগুলোর মধ্যে মিনর্কা বেশ বড় ও ভারি। এরা তেমন ভালো ডিম উৎপাদন করে না বলে জনপ্রিয়তাও কম। এরা রোদ সহ্য করতে পারে না।

উৎপত্তিস্থল	ঃ	স্পেনের মিনর্কা দ্বীপ
উপজাত	ঃ	৫টি

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

দেহ	ঃ	লম্বা ও শক্তিশালী
কানের লতি	ঃ	সাদা রঙের
পায়ের নালা	ঃ	পালকবিহীন
গায়ের চামড়া	ঃ	সাদা রঙের; তবে পিঠ, পায়ের নালা ও আঙ্গুল কালো রঙের
ডিমের খোসা	ঃ	সাদা রঙের
ওজন	ঃ	প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ- ৪.১ কেজি
		প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি- ৩.৪ কেজি
ডিম উৎপাদন	ঃ	বছরে ১৮০-২০০টি

ক– ব-্যাক মিনর্কা মোরগ খ– ব্যাক মিনর্কা মুরগি

চিত্র ৪(ক, খ) ঃ ব্ল্যাক মিনর্কা উপজাতের মোরগ ও মুরগি

৩. অ্যানকোনা (Ancona) ঃ এরা আকার-আকৃতিতে লেগহর্নের মতোই। এদের ডিম উৎপাদন মোটামুটি। এরা কোলাহলপ্রিয়। বর্তমানে এদেরকে শোভাবর্ধক জাত হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে।

উপত্তিস্থল	ঃ	ইটালির অ্যানকোনা অঞ্চল
উপজাত	ঃ	২টি

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

আকার	ঃ	ছোট
কানের লতি	ঃ	সাদা রঙের
পায়ের নালা	ঃ	পালকবিহীন
গায়ের চামড়া	ঃ	হলুদ রঙের
পালক	ঃ	কালো রঙের উপর সাদা ফোঁটা
ডিমের খোসা	ঃ	সাদা রঙের
ওজন	ঃ	প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ- ২.৭ কেজি
		প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি- ২.০ কেজি
ডিম উৎপাদন	ঃ	বছরে ১৫০-২০০টি

চিত্র ৫ ঃ অ্যানকোনা জাতের মুরগি

৪. ফাইওমি (Fayoumi) ঃ এরা আকার-আকৃতিতে লেগহর্নের মতোই। দেখতে খুবই সুন্দর। শরীরের বর্ণের জন্য এদেরকে সকরেই বেশ পছন্দ করে। এদের দেহের পালকের রঙ ছাই ও সাদা ফোঁটাবিশিষ্ট; ঘাড়ের পালক সাদা; লেজের পালকের শেষাংশ কালো। এদের ডিম উৎপাদন মোটামুটি। ডিমের আকার ছোট। এরা খুব চঞ্চল ও চালাক। এদেরকে দেশী মুরগির মতো ছাড়া অবস্থায় পালন করা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে এদের পালন করা হচ্ছে।

উপত্তিস্থল	ঃ	মিশর
উপজাত	ঃ	নেই

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

আকার	ঃ	ছোট
মাথার ঝুঁটি	ঃ	ছোট, বেজোড় ও লাল
কানের লতি	ঃ	সাদা রঙের
পায়ের নালা	ঃ	পালকবিহীন ও কালো রঙের
গায়ের চামড়া	ঃ	সাদা রঙের
পালক	ঃ	কালো-সাদা ফোঁটা ফোঁটা
ডিমের খোসা	ঃ	সাদা রঙের
ডিম উৎপাদন	ঃ	বছরে ১৫০-২০০টি

চিত্র ৬ ঃ ফাইওমি জাতের মুরগি

ইংলিশ শ্রেণীর অধীনে মোট ৬টি জাত রয়েছে। এদের মধ্যে সাসেক্স, অস্ট্রালর্প এবং অরপিংটন সবচেয়ে জনপ্রিয়।

ইংলিশ শ্রেণী (English Class)

এ শ্রেণীর অধীনে মোট ৬টি জাত রয়েছে। এদের মধ্যে সাসেক্স, অস্ট্রালর্প এবং অরপিংটন সবচেয়ে জনপ্রিয়। এদের মাংস সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। এখানে এদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- এদের পায়ের নালা পালকবিহীন।
- এরা আকারে মাঝারি।
- মাংস ও ডিম উৎপাদন উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহার উপযোগী।
- কর্ণিশ ছাড়া সবগুলো জাতের গায়ের চামড়ার রঙ সাদা এবং কানের লতি লাল।
- ডরকিং এবং রেড ক্যাপ ছাড়া সবগুলো জাতের ডিমের খোসার রঙ বাদামি।

ইংলিশ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত জাতসমূহ

১. অস্ট্রালর্প (Australorp) ঃ অস্ট্রালর্প শব্দটির অর্থ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ব্ল্যাক অরপিংটন। এরা ডিম ও মাংস উভয় উৎপাদনের জন্যই উপযোগী। তাই এ জাতটি বিশ্বব্যাপী বেশ জনপ্রিয়। আর্দ্র ও অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলেও এরা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে।

উৎপত্তিস্থল	ঃ	গ্রেট বৃটেন
উপজাত	ঃ	১টি

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

আকার	ঃ	মাঝারি
দেহ	ঃ	খাড়া ও লেজের দিকে ক্রমশ ঢালু, গভীর এবং মজবুত
মাথার ঝুঁটি	ঃ	একক ঝুঁটিবিশিষ্ট
কানের লতি	ঃ	লাল রঙের
পায়ের নালা	ঃ	পালকবিহীন
গায়ের চামড়া	ঃ	সাদা রঙের
পালক	ঃ	উজ্জ্বল ও সবুজের আভাযুক্ত কালো রঙের
ডিমের খোসা	ঃ	বাদামি রঙের
ওজন	ঃ	প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ- ৩.৯ কেজি প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি- ২.৯ কেজি
ডিম উৎপাদন	ঃ	বছরে ১৫০-২০০টি

ক– অস্ট্রালর্প মোরগ খ– অস্ট্রালর্প মুরগি

চিত্র ৭ (ক, খ) ঃ অস্ট্রালর্প জাতের মোরগ ও মুরগি

২. কর্ণিশ (Cornish) ঃ কর্ণিশ জাতের আসল নাম হলো 'ইন্ডিয়ান গেম'। এরা মাংস উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। ব্রয়লার স্ট্রেইন তৈরির জন্য কর্ণিশ মোরগ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

উৎপত্তিস্থল	ঃ	ইংল্যান্ড
উপজাত	ঃ	৪টি; এদের মধ্যে সাদা উপজাত সবচেয়ে জনপ্রিয়

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

দেহ	ঃ	মাংসল ও মজবুত
মাথার ঝুঁটি	ঃ	মটর ঝুঁটিবিশিষ্ট
কানের লতি	ঃ	লাল রঙের
পা	ঃ	লম্বা ও চওড়া
পায়ের নালা	ঃ	পালকবিহীন
গায়ের চামড়া	ঃ	হলুদ রঙের
পালক	ঃ	এদের পালক খুবই ছোট এবং দেহের সাথে লেগে থাকে
ডিমের খোসা	ঃ	বাদামি রঙের
ওজন	ঃ	প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ- ৪.৮ কেজি প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি- ৩.৮ কেজি

চিত্র ৮ ঃ কার্ণিশ বা ইন্ডিয়ান গেম জাতের মোরগ

৩. সাসেক্স (Sussex) ঃ সাসেক্স হলো সবচেয়ে পুরোনো জাত। এরা ডিম ও মাংস উভয় উৎপাদনের জন্যই পালন করা হয়ে থাকে।

উৎপত্তিস্থল	ঃ	ইংল্যান্ড
উপজাত	ঃ	৩টি

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

দেহ	ঃ	আয়তাকার
কাঁধ	ঃ	চওড়া
মাথার ঝুঁটি	ঃ	একক ঝুঁটিবিশিষ্ট
কানের লতি	ঃ	লাল রঙের
পায়ের নালা	ঃ	পালকবিহীন
গায়ের চামড়া	ঃ	সাদা রঙের

ডিমের খোসা ঃ বাদামি রঙের
ওজন ঃ প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ- ৪.১ কেজি
প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি- ৩.২ কেজি

ক– লাইট সাসেক্স মোরগ খ– লাইট সাসেক্স মুরগি

চিত্র ৯ (ক, খ) ঃ লাইট সাসেক্স উপজাতের মোরগ ও মুরগি

এশিয়াটিক শ্রেণীর অধীনে মোট ৩টি জাত রয়েছে। এরা আকারে বড় এবং মাংস উৎপাদনের জন্য ভালো।

এশিয়াটিক শ্রেণী (অংরধঃরপ ঈষধংং)

এ শ্রেণীর অধীনে মোট ৩টি জাত রয়েছে। এরা আকারে বড় এবং মাংস উৎপাদনের জন্য ভালো। তবে, এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত জাতসমূহ বাণিজ্যিকভিত্তিতে ডিম বা মাংস উৎপাদনে জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি। ল্যাংশ্যান জাতের অন্তর্ভুক্ত ব্ল্যাক ল্যাংশ্যান উপজাতের মুরগি ছাড়া বাকিদের চামড়ার রঙ হলুদ। এখানে এদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- এদের পায়ের নালায় পালক থাকতে পারে।
- কানের লতি লাল রঙের।
- ডিমের খোসার রঙ বাদামি।
- গায়ের চামড়ার রঙ হলুদ।
- এরা অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে ডিম পাড়া শুরু করে।
- এদের কুঁচে হওয়ার প্রবণতা বেশি।
- এদেরকে মাংস উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
- এদের ডিম উৎপাদনের হার কম।

এশিয়াটিক শ্রেণীর অন্ড়র্ভুক্ত জাতসমূহ

১. ব্রাহমা (ইৎধযসধ) ঃ ব্রাহমা জাতের আসল নাম ছিল 'গ্রে চিটাগাং'। এরা প্রধানত মাংস উৎপাদনকারী জাত। এদের কুঁচে হওয়ার প্রবণতা আছে।

উৎপত্তিস্থল ঃ ভারতের ব্রহ্মপুত্র অঞ্চল
উপজাত ঃ ৩টি

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

আকার	ঃ	বড়
দেহ	ঃ	ভারি ও ঘন পালকে ঢাকা
মাথার ঝুঁটি	ঃ	মটর ঝুঁটিবিশিষ্ট
কানের লতি	ঃ	লাল রঙের
পায়ের নালা	ঃ	পালকযুক্ত, মাংসল ও হলুদ রঙের
গায়ের চামড়া	ঃ	হলুদ রঙের
ডিমের খোসা	ঃ	বাদামি রঙের
ওজন	ঃ	প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ- ৫.৪ কেজি
		প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি- ৪.৩ কেজি

চিত্র ১০ ঃ ডার্ক ব্রাহমা উপজাতের মোরগ

২. কোচিন (ঈড়পষরহ) ঃ কোচিন জাত 'সাংহাই ফাউল' নামেও পরিচিত। এদেরকে মাংস ও পালক উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়ে থাকে। এদের পালক বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে।

উৎপত্তিস্থল	ঃ	চীনের সাংহাই অঞ্চল
উপজাত	ঃ	৪টি

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

আকার	ঃ	বড়
ঝুঁটি	ঃ	একক ঝুঁটিবিশিষ্ট
কানের লতি	ঃ	লাল রঙের
পায়ের নালা	ঃ	মাংসল ও পালকযুক্ত
গায়ের চামড়া	ঃ	হলুদ রঙের
ডিমের খোসা	ঃ	বাদামি রঙের
ওজন	ঃ	প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ- ৫.০ কেজি
		প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি- ৩.৯ কেজি

চিত্র ১১ ঃ হোয়াইট কোচিন উপজাতের মোরগ

অনুশীলনী (Activity) ঃ *চারটি শ্রেণীর মুরগির বৈশিষ্ট্যসমূহ ছক আকারে সাজিয়ে লিখুন।*

আমাদের দেশে ডিম বা মাংস উৎপাদনের জন্য তেমন কোনো উলে- খযোগ্য জাতের

বাংলাদেশের মুরগির জাত

আমাদের দেশে ডিম বা মাংস উৎপাদনের জন্য তেমন কোনো উলে- খযোগ্য জাতের মুরগি নেই। আমাদের দেশী মুরগিগুলোকে তাই অনুলে- খিত জাত বা দেশী (indigenous) মুরগি বলে। এদের ডিম ও মাংস খুব সুস্বাদু। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও বেশি। এরা অত্যন্ত কুঁচে স্বভাবের হয় অর্থাৎ ডিমে তা দেয়ার প্রবণতা এদের মধ্যে প্রবল। এসব দেশী মুরগি উৎপাদনের দিক দিয়ে তেমন ভালো না হলেও এদেশে মুরগির দুটো ভালো জাত রয়েছে। যেমন- আসিল ও চিটাগাং বা মালয়। এখানে আসিল জাতের মুরগির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

ক– দেশী মোরগ খ– দেশী মুরগি

চিত্র ১২ (ক, খ)ঃ দেশী মোরগ ও মুরগি

আমাদের দেশে ডিম বা মাংস উৎপাদনের জন্য তেমন কোনো উলে- খযোগ্য জাতের

আসিল (Asil) ঃ আসিল অর্থাৎ আসল বা খাঁটি। এটি বাংলাদেশের একটি বিশুদ্ধ জাতের মুরগি। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল থানায় এ জাতের মুরগি পাওয়া যায়। ভারতের হায়দারাবাদ অঞ্চলেও এদের পাওয়া যায়। এরা বেশ বড় হয়। এদের দেহের গঠন বলিষ্ঠ ও দৃঢ়, গলা ও পা দুটো লম্বা, মাথা বেশ চওড়া, কানের লতি খুব ছোট হয়। এদের মাথায় মটর ঝুঁটি থাকে। দেহে পালক খুব কম থাকে ও পালকের রঙ লাল হয়। এদের অনেকগুলো উপজাত রয়েছে। এ জাতের মোরগ ভালো লড়াই করতে পারে। তাই অনেকে শখ করে এদের পালন করে থাকেন। এদের মাংস খুব সুস্বাদু। এরা ডিম উৎপাদনের জন্য ভালো নয়। প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ ও মুরগির ওজন যথাক্রমে ৪.০-৪.৫ ও ৩.০-৩.৫ কেজি হয়।

সারণি ১ ঃ এক নজরে মুরগির চারটি শ্রেণীর পরিচিতি

শ্রেণীর নাম	জাত	চামড়ার রঙ	কানের লতির রঙ	ডিমের খোসার রঙ	পায়ের নালায় পালক	আকৃতি	উপযোগিতা
আমেরিকান	ষ্টাইমাউথ রক, রোড আইল্যান্ড রেড, নিউ হ্যাম্পশায়ার, উইনডোট	হলুদ	লাল	বাদামি	নেই	মাঝারি	ডিম ও মাংস
ভূমধ্যসাগরীয়	লেগহর্ন, মিনর্কা, অ্যানকোনা, ফাইওমি অ্যান্দালোসিয়ান	হলুদ বা সাদা	সাদা	সাদা	নেই	ছোট	ডিম
ইংলিশ	অস্ট্রালর্প, সাসেক্স, কর্ণিশ, অরপিংটন	সাদা	লাল	বাদামি	নেই	মাঝারি	ডিম ও মাংস
এশিয়াটিক	ব্রাহমা, কোচিন, ল্যাংশ্যান	হলুদ	লাল	বাদামি	আছে	বড়	মাংস

সারণি ২ ঃ এক নজরে মুরগির বিভিন্ন জাত/উপজাতের পরিচিতি

জাত	উপজাতের সংখ্যা	চামড়ার রঙ	কানের লতির রঙ	ডিমের খোসার রঙ	পায়ের রালায় পালক	ঝুঁটির ধরন	বার্ষিক ডিম উৎপাদন	প্রাপ্তবয়সে গড় ওজন (কেজি)	
								মোরগ	মুরগি
প□াইমাউথ রক	৭	হলুদ	লাল	বাদামি	নেই	একক ঝুঁটি	১০০-১৫০	৪.৩	৩.৪
রোড আইল্যা⇒ রেড	২	হলুদ	লাল	বাদামি	নেই	একক/ গোলাপ ঝুঁটি	১৫০-২০০	৩.৯	২.৯
অস্ট্রালর্প	১	সাদা	লাল	টিনটেড	নেই	একক ঝুঁটি	১৫০-২০০	৩.৯	২.৯
সাসেক্স	৩	সাদা	লাল	বাদামি	নেই	একক ঝুঁটি	_	৪.১	৩.২
কর্ণিশ	৪	হলুদ	লাল	বাদামি	নেই	মটর ঝুঁটি	_	৪.৮	৩.৮
লেগহর্ন	১৩	হলুদ	সাদা	সাদা	নেই	একক/ গোলাপ ঝুঁটি	২০০-২৫০	২.৭	২.০
মিনর্কা	৫	সাদা	সাদা	সাদা	নেই	একক/ গোলাপ ঝুঁটি	১৮০-২০০	৪.১	৩.৪
অ্যানকোনা	২	হলুদ	সাদা	সাদা	নেই	একক/ গোলাপ ঝুঁটি	১৫০-২০০	২.৭	২.০
ব্রাহমা	৩	হলুদ	লাল	বাদামি	আছে	মটর ঝুঁটি	_	৫.৪	৪.৩
কোচিন	৪	হলুদ	লাল	বাদামি	আছে	একক ঝুঁটি	_	৫.০	৩.৯
ল্যাংশ্যান	২	সাদা	লাল	বাদামি	আছে	একক ঝুঁটি	_	৪.৩	৩.৪

বর্তমানে বিশুদ্ধ জাতের মুরগিগুলো বাণিজ্যিকভিত্তিতে পোষা হয় না।

বাণিজ্যিক মুরগি

বর্তমানে বিশুদ্ধ জাতের মুরগিগুলো বিশ্বের কোথাওই বাণিজ্যিকভিত্তিতে পোষা হয় না। বাংলাদেশে সরকারী মুরগি খামারগুলোতে বিশুদ্ধ জাতের মুরগি পালন করা হয়ে থাকে। এসব খামারের মুরগিগুলোর মধ্যে হোয়াইট লেগহর্ন, রোড আইল্যান্ড রেড এবং ফাইওমি জাতের মুরগিই প্রধান। বর্তমানে বিজ্ঞানিরা গবেষণা ও উন্নত বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডিম ও মাংস উৎপাদনকারী বিভিন্ন স্ট্রেইনের মুরগি উৎপাদন করেছেন। এগুলো যথাক্রমে লেয়ার ও ব্রয়লার নামে পরিচিত। বাংলাদেশে বেসরকারী পর্যায়ে বহুসংখ্যক বাণিজ্যিক লেয়ার ও ব্রয়লার গড়ে উঠেছে।

ডিম উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত মুরগিকে লেয়ার মুরগি বলে।

লেয়ার (Layer) ঃ ডিম উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত মুরগিকে লেয়ার মুরগি বলে। বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ বাণিজ্যিক লেয়ারই ১৮-১৯ সপ্তাহের মধ্যে ডিমপাড়া শুরু করে এবং একাধারে এক বছরে ২৯০-৩০০টি ডিম পাড়ে। কোনো কোনো স্ট্রেইনের লেয়ার বছরে এমনকী ৩৩০টি পর্যন্ত ডিম পাড়তে সক্ষম। এদের ডিমের ওজন ৫৫-৬৫ গ্রাম হয়ে থাকে। বর্তমান বিশ্বের অধিক উৎপাদনশীল লেয়ারগুলোর মধ্যে ইসা ব্রাউন, হাইসেক্স হোয়াইট, হাইসেক্স ব্রাউন, শেভার স্টার ক্রস ৫৭৯, শেভার স্টার ক্রস ৫৬৬, বি.ভি.-৩০০, বি.ভি.-৩৮০, লোহম্যান ব্রাউন, হাইলাইন ব্রাউন, ব্যাবোলনা টেট্রা এস.এল., নিক চিক, ব্রাউন নিক, বোভানস গোল্ড লাইন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলো বর্তমানে বাংলাদেশেও পাওয়া যাচ্ছে।

ক– হাইসেক্স ব্রাউন লেয়ার খ– বি.ভি.-৩০০ লেয়ার

চিত্র ১৩ (ক, খ) ঃ হাইসেক্স ব্রাউন ও বি.ভি.-৩০০ লেয়ার মুরগি

ব্রয়লার হলো নরম ও সুস্বাদু মাংস উৎপাদনকারী মুরগি যেগুলো ৬ সপ্তাহে প্রায় ৩-৩.৫ কেজি খাদ্য খেয়ে ১.৮ কেজি মাংস উৎপাদন করে থাকে।

ব্রয়লার (Broiler) ঃ ব্রয়লার হলো নরম ও সুস্বাদু মাংস উৎপাদনকারী মুরগি যেগুলো ৩৫-৪২ দিনে প্রায় ৩-৩.৫ কেজি খাদ্য খেয়ে ১.৮ কেজি মাংস উৎপাদন করে থাকে। মাত্র ৬ সপ্তাহ পালন করার পর ব্রয়লার বাজারজাত করা হয়। ব্রয়লারের মাংস বর্তমানে এদেশে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বর্তমানে বিশ্বের বাণিজ্যিক ব্রয়লারগুলোর মধ্যে স্টার ব্রো, ট্রপিক ব্রো, ইসা ভেডেট, আরবর অ্যাক্র, রস ব্রয়লার, হাববার্ড ব্রয়লার, পিলচ্ ব্রয়লার প্রভৃতি উলে- খযোগ্য। এগুলো বর্তমানে এদেশেও পাওয়া যাচ্ছে।

ক– ইসা ভেডেট ব্রয়লার খ– স্টার ব্রো ব্রয়লার

চিত্র ১৪ (ক, খ) ঃ ইসা ভেডেট ও স্টার ব্রো ব্রয়লার মুরগি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক. কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সবগুলো জাতের মুরগির ডিমের খোসার রঙ সাদা?
- i) আমেরিকান শ্রেণী
- ii) ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণী
- iii) ইংলিশ শ্রেণী
- iv) এশিয়াটিক শ্রেণী

খ. বাংলাদেশের মুরগির জাত দুটোর নাম কী কী?
- i) মিনর্কা ও লেগহর্ন
- ii) অরপিংটন ও মালয়
- iii) চিটাগাং ও নিউ হ্যাম্পশায়ার
- iv) আসিল ও চিটাগাং বা মালয়

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. শ্রেণীর অধীনে আকার ও আকৃতির সাদৃশের অধিকারী মুরগিগুলোকে একটি জাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

খ. রোড আইল্যান্ড রেড জাতের মুরগির উৎপত্তি ইংল্যান্ডের সাসেক্সে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণীর জাতগুলোর মধ্যে _____ বেশ বড় ও ভারি।

খ. প্রাপ্তবয়স্ক আসিল জাতের মোরগ ও মুরগির ওজন যথাক্রমে _____ ও _____ কেজি।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. অস্ট্রালর্প শব্দটির পুরো অর্থ কী?

খ. ব্রাহমা জাতের আসল নাম কী ছিল?

পাঠ ১.২ বিভিন্ন জাতের হাঁসের পরিচিতি

এ পাঠ শেষে আপনি –

- পালনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর হাঁসের জাতের নাম বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন জাতের হাঁসের উৎপত্তি, দৈহিক বৈশিষ্ট্য এবং উৎপাদন ক্ষমতা বর্ণনা করতে পারবেন।

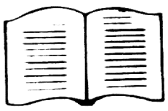

উদ্দেশ্য অনুযায়ী হাঁসের বিভিন্ন জাতগুলোকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন- মাংস উৎপাদনকারী, ডিম উৎপাদনকারী ও শোভাবর্ধক জাত।

গৃহপালিত হাঁসগুলোর (ফড়সবংঃরপ ফঁপশ) বেশ কটি প্রজাতি আছে। যেমন- মালার্ড (Mallard), মাসকোভি ইত্যাদি। মালার্ড হাঁস থেকে বেশিরভাগ গৃহপালিত হাঁসের উৎপত্তি হয়েছে। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Anas platyrhynchos (অ্যানাস প্ল্যাটিরিনকস)*। বিভিন্ন জাতের হাঁসকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পালন করা হয়। যেমন- ডিম উৎপাদন, মাংস উৎপাদন, শোভাবর্ধন ইত্যাদি। কাজেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী হাঁসের বিভিন্ন জাতগুলোকে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন-

১। মাংস উৎপাদনকারী জাত

২। ডিম উৎপাদনকারী জাত

৩। শোভাবর্ধক জাত

এ পাঠে এ তিন শ্রেণীর বিভিন্ন জাতের হাঁসের উৎপত্তিস্থল, দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও উৎপাদন ক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে।

মাংস উৎপাদনকারী হাঁসের বিভিন্ন জাতের মধ্যে পেকিন, আইলেসবারি, মাসকোভি, রোয়েন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মাংস উৎপাদনকারী হাঁসের জাতসমূহ

মাংস উৎপাদনকারী হাঁসের বিভিন্ন জাতের মধ্যে পেকিন, আইলেসবারি, মাসকোভি, রোয়েন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

১. পেকিন (Pekin) ঃ মাংস উৎপাদনের জন্য এটি বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় জাত। এর মাংস খুবই সুস্বাদু। চীনের রাজধানী বেইজিংয়ের নামানুসারে বর্তমানে এ হাঁস বেইজিং হাঁস নামে পরিচিত।

উৎপত্তিস্থল ঃ চীন

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

দেহ ঃ প্রশস্ড় ও লম্বা

মাথা ঃ বড়, গোলাকার, প্রশস্ত এবং মাথার খুলি উঁচু

ঠোঁট ঃ খাটো, প্রশস্ত ও মজবুত

পা ঃ লালচে কমলা রঙের

পালক ঃ সাদা রঙের

ওজন ঃ প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসা- ৪.০ কেজি
প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসি- ৩.৫ কেজি

ডিম উৎপাদন ঃ বছরে ১৫০-১৬০টি

২. আইলেসবারি (Aylesbury)

উৎপত্তিস্থল ঃ ইংল্যান্ড

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

দেহ	ঃ	লম্বা ও গভীর; মাথা ও দেহ সবসময় খাড়া করে রাখে
মাথা	ঃ	বড়, সোজা ও লম্বা
পিঠ	ঃ	সোজা
পা	ঃ	উজ্জল কমলা রঙের
পালক	ঃ	সাদা রঙের
ওজন	ঃ	প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসা– ৪.৫ কেজি
		প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসি– ৪.০ কেজি
ডিম উৎপাদন	ঃ	বছরে ৮০-১০০টি

চিত্র ১৫ ঃ আইলেসবারি জাতের হাঁস

৩. মাসকোভি (Muscovy) : এ জাতের হাঁসের দুটো উপজাত আছে। যেমন– সাদা মাসকোভি ও রঙিন মাসকোভি।

উৎপত্তিস্থল ঃ দক্ষিণ আমেরিকা

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

দেহ	ঃ	আকারে বড়, লম্বা ও প্রশস্ড়
ঠোঁট	ঃ	সাদা উপজাত– হালকা ময়লা
		রঙিন উপজাত– কালো বা শে- টের রঙের
পা	ঃ	সাদা উপজাত– হালকা কমলা-হলুদ
		রঙিন উপজাত– কালো
পালক	ঃ	সাদা উপজাত– সাদা রঙের
		রঙিন উপজাত– কালো ও সাদার মিশ্রণ
ওজন	ঃ	প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসা– ৫.০-৫.৫ কেজি
		প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসি– ২.৫-৩.০ কেজি
ডিম উৎপাদন	ঃ	বছরে ১৬০-১৭০টি

চিত্র ১৬ ঃ মাসকোভি জাতের হাঁস

৩. রোয়েন (Rouen)

উৎপত্তিস্থল	ঃ	ফ্রান্সের রোয়েন শহর
সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী		
দেহ	ঃ	প্রশস্ড়, দেখতে সুন্দর
মাথা	ঃ	বেশ বড়, লম্বা ও প্রশস্ড়
ঠোঁট	ঃ	চ্যাপ্টা; হাঁসার ঠোঁট উজ্জ্বল লাল এবং সবুজাভ হলুদ ও কালো বিলযুক্ত, হাঁসির ঠোঁট উজ্জ্বল কমলা ও কালো বিলযুক্ত
ওজন	ঃ	প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসা– ৪.৫ কেজি
		প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসি– ৪.০ কেজি
ডিম উৎপাদন	ঃ	বছরে প্রায় ১০০টি

চিত্র ১৭ ঃ রোয়েন জাতের হাঁস

ডিম উৎপাদনকারী হাঁসের বিভিন্ন জাতের মধ্যে ইন্ডিয়ান রানার, খাকি ক্যাম্পবেল, জেনডিং প্রভৃতি উলে- খযোগ্য।

ডিম উৎপাদনকারী জাতসমূহ

ডিম উৎপাদনকারী হাঁসের বিভিন্ন জাতের মধ্যে ইন্ডিয়ান রানার, খাকি ক্যাম্পবেল, জেনডিং প্রভৃতি উলে- খযোগ্য। এখানে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

১। ইন্ডিয়ান রানার (Indian Runner) ঃ এ জাতের হাঁস আকারে বেশ ছোট। এরা অন্যান্য হাঁসের মতো হেলেদুলে না চলে সোজা হয়ে চলে। এদের তিনটি উপজাত রয়েছে, যেমন- সাদা, ধূসর এবং সাদা-ধূসর। তবে, সাদা উপজাতই অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন।

উৎপত্তিস্থল ঃ ইন্দোনেশিয়া, মলয়েশিয়া

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

দেহ	ঃ	হালকাপাতলা, লম্বা ও গোলাকার
মাথা	ঃ	সরু, সমতল, দেহ বরাবর মাথা একটু উর্ধ্বমুখী
ঠোঁট	ঃ	কমলা-হলুদ রঙের
গলা	ঃ	মসৃণ, লম্বা ও চিকন
পা	ঃ	কমলা-হলুদ রঙের
ডানা	ঃ	দেহের তুলনায় ডানা ছোট
পালক	ঃ	খুবই আঁটোসাটো ও সুবিন্যস্ড়
ওজন	ঃ	প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসা– ২.০-২.৫ কেজি
		প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসি– ১.৫-২.০ কেজি
ডিম উৎপাদন	ঃ	বছরে ২৫০-২৬০টি

চিত্র ১৮ ঃ ইন্ডিয়ান রানার জাতের হাঁস

২. খাকি ক্যাম্পবেল (Khaki Campbell) ঃ ইংল্যান্ডের মিসেস ক্যাম্পবেল নামে একজন মহিলা ১৯০১ সালে এ জাতের হাঁস উদ্ভাবন করেন। তাঁর নামানুসারে এবং হাঁসের গায়ের রঙ খাকি হওয়ায় এ জাতের হাঁসের নাম হয়েছে খাকি ক্যাম্পবেল। এ জাতের দুটো উপজাত রয়েছে। যথা– সাদা ও খাকি।

উৎপত্তিস্থল ঃ ইংল্যান্ড

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

দেহ	ঃ	গভীর, প্রশস্ড়, আঁটোসাটো ও সামনের ভাগ গোলাকার; লেজ অপেক্ষাকৃত খাটো ও চ্যাপ্টা
মাথা	ঃ	গোলাকার
ঠোঁট	ঃ	মাঝারি আকারের এবং সবুজাভ নীল রঙের
গলা	ঃ	চিকন, সোজা, মসৃণ ও মাঝারি লম্বা
ডানা	ঃ	আঁটোসাটো
পালক	ঃ	খাকি রঙের
পা ও পায়ের পাতা	ঃ	হাঁসা– কমলা রঙের
		হাঁসি– পালকের রঙের সাথে মিল থাকবে
ওজন	ঃ	প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসা– ২.০-২.৫ কেজি
		প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসি– ১.০-১.৫ কেজি
ডিম উৎপাদন	ঃ	বছরে ২০০-২৫০টি

চিত্র ১৯ ঃ খাকি ক্যাম্পবেল জাতের হাঁস

৩. জেনডিং (তবহফরহম) ঃ এদেশে এ জাতের হাঁসের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। এরা লবণাক্ত এলাকার জন্য বেশ উপযোগী।

উৎপত্তিস্থল ঃ চীন

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

এরা আকারে খাকি ক্যাম্পবেলের মতো। এদের গলা চিকন ও খুবই লম্বা। হাঁসার মাথা ও ঘাড়ের অংশ উজ্জ্বল সবুজ রঙের এবং অন্যান্য অংশ খাকি রঙের। হাঁসির রঙে খাকি ও কালোর মিশ্রণ। এরা খাকি ক্যাম্পবেল অপেক্ষা মাথা ও শরীর কিছুটা উঁচু করে চলাফেরা করে। ১১০ দিনের মধ্যে এদের পরিপক্কতা আসে। প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসা ও হাঁসির ওজন যথাক্রমে ১.৫-২.০ ও ১.০-১.৫ কেজি। এরা বছরে ২৬০-৩০০টি পর্যন্ড় নীলচে রঙের ডিম পেড়ে থাকে।

চিত্র ২০ ঃ এক ঝাঁক জেনডিং জাতের হাঁস

অনুশীলন (Activity) *ঃ মাংস ও ডিম উৎপাদনকারী বিভিন্ন জাতের হাঁসের দৈহিক ও উৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলী ছক আকারে লিখুন।*

শোভাবর্ধনকারী বিভিন্ন জাতের হাঁসের মধ্যে কল, ক্রেস্টেড, ব্ল্যাক ইস্ট ইন্ডিয়ান, কায়োগা, ব্লু সুইডিস প্রভৃতি উলে- খযোগ্য।

শোভাবর্ধনকারী হাঁসের জাতসমূহ

শোভাবর্ধনকারী বিভিন্ন জাতের হাঁস সৌন্দর্য্যের জন্য পালন করা হয়। বিশ্বের অনেক দেশেই বিভিন্ন পোল্ট্রি ক্লাব এসব শোভাবর্ধক হাঁস বিভিন্ন সৌন্দর্য প্রতিযোগীতায় প্রদর্শন করে থাকেন। তবে এদেশে এসব হাঁস পোষা হয় না। শোভাবর্ধনকারী বিভিন্ন জাতের হাঁসের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উলে- খযোগ্য। যেমন-

১. কল
২. ক্রেস্টেড
৩. ট্ল্যাক ইস্ট ইন্ডিয়ান
৪. কায়োগা
৫. ব্লু সুইডিস

ক– কল জাতের হাঁসি

খ– ক্রেস্টেড জাতের হাঁসি

চিত্র ২১ (ক, খ) ঃ কল ও ক্রেস্টেড জাতের হাঁস

চিত্র ২২ ঃ কায়োগা জাতের হাঁসা

দেশী হাঁস

এসব জাত ছাড়াও রয়েছে আমাদের দেশী হাঁস। এদেশের মোট হাঁসের শতকরা ৯৫ ভাগই দেশী হাঁস। এদের মাংস সুস্বাদু। দেহের তুলনায় গলা খাটো। দেহ মাটিকে প্রায় স্পর্শ করে। এদের দেহের বর্ণে বিভিন্ন রঙের মিশ্রণ দেখা যায়। গড় দৈহিক ওজন ১.০ কেজি। এরা বছরে ৬০-৭০টি ডিম উৎপাদন করে থাকে।

চিত্র ২৩ ঃ এক ঝাঁক দেশী হাঁস

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. কোন্‌টি মাংস উৎপাদনে ব্যবহৃত হাঁসের জাত?
- i) খাকি ক্যাম্পবেল
- ii) মাসকোভি
- iii) জেনডিং
- iv) ব্লু সুইডিস

খ. কোন্‌টি অধিক ডিম উৎপাদনকারী হাঁসের জাত?
- i) ইন্ডিয়ান রানার
- ii) পেকিন
- iiii) আইলেসবারি
- iv) ব□্যাক ইস্ট ইন্ডিয়ান

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. পেকিন হাঁস বছরে ২৫০টি করে ডিম পাড়ে।
খ. ইন্ডিয়ান রানার হাঁসের উৎপত্তিস্থল ভারতে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. এদেশের শতকরা ৯৫ ভাগই ——— হাঁস।
খ. ——— জাতের হাঁসের উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ আমেরিকা।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. উদ্দেশ্য অনুযায়ী হাঁসকে কোন্ কোন্ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়?
খ. ইন্ডিয়ান রানার জাতের হাঁসের উপজাতগুলোর নাম লিখুন।

পাঠ ১.৩ কোয়েলের পরিচিতি

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কোয়েল পালনের পটভূমি বলতে পারবেন।
- জাপানি কোয়েলের বিভিন্ন উপজাতের নাম লিখতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের জাপানি কোয়েলের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।

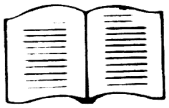

পৃথিবীতে বহু প্রজাতির কোয়েল থাকলেও গৃহপালিত পাখি হিসেবে শুধু জাপানি এবং বব হোয়াইট প্রজাতির কোয়েলই পালন করা হয়।

কোয়েল পালনের পটভূমি

পৃথিবীতে বহু প্রজাতির কোয়েল রয়েছে। তবে গৃহপালিত কোয়েল হিসেবে বাণিজ্যিকভিত্তিতে শুধু জাপানি এবং বব হোয়াইট প্রজাতির কোয়েলই পালন করা হয়। জাপানি কোয়েল ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা হলেও বব হোয়াইট কোয়েল মূলত মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়। বিজ্ঞানীদের মতে সর্বপ্রথম জাপান, চীন বা কোরিয়াতে জাপানি কোয়েলকে পোষ মানানো হয়। অন্যদিকে, গৃহপালিত বব হোয়াইট কোয়েলের উৎপত্তি আমেরিকায়। বর্তমানে বিশ্বে বব হোয়াইট কোয়েল অপেক্ষা জাপানি কোয়েল পালনই বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ পাঠে তাই জাপানি কোয়েল নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

গত '৯০ এর দশকে জাপানি কোয়েল এদেশে আসলেও ইতোমধ্যেই এটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

জাপানি কোয়েল (Japanese quail) পোল্ট্রির ক্ষুদ্রতম সদস্য। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Coturnix japonica (কটুরনিক্স জাপনিকা)*। পৃথিবীতে বাণিজ্যিকভিত্তিতে পরিচালিত পোল্ট্রি শিল্প থেকে যে পরিমাণ মাংস ও ডিম উৎপাদিত হয় তার সিংহভাগ আসে মুরগি, হাঁস ও টারকি থেকে। কিন্তু বর্তমানে আরও যেসব পোল্ট্রি মাংস ও ডিম উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়, তাদের মধ্যে জাপানি কোয়েল অন্যতম। জাপানি কোয়েল এদেশের পোল্ট্রি শিল্পের নবীন সদস্য। এদেশের কয়েকজন উৎসাহী পোল্ট্রি খামারী '৯০ দশকের শেষের দিকে সর্বপ্রথম জাপানি কোয়েল আমদানি করেন। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, এদেশের আবহাওয়া বাণিজ্যিকভিত্তিতে কোয়েল পালনের জন্য অত্যন্ড় উপযোগী। বর্তমানে ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা শহর ও থানা পর্যায়ে বেশকিছু কোয়েল খামার বা কোয়েলারি (Quailary) গড়ে উঠেছে। ইতোমধ্যেই এটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং এদেশের পোল্ট্রি শিল্পে নিজের আসন মজবুত করেছে।

কোয়েলের জাত/উপজাত

বাণিজ্যিক জাপানি কোয়েলের অনেকগুলো জাত ও উপজাত রয়েছে। জাত ও উপজাতভেদে এদের গায়ের রঙ, ওজন, আকার, আকৃতি, ডিম পাড়ার হার, ডিমের ওজন, বেঁচে থাকার হার ইত্যাদিতে বেশ পার্থক্য হয়ে থাকে। প্রতিটি জাত ও উপজাত থেকে উন্নত বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রজনন ঘটিয়ে বিভিন্ন স্ট্রেইন (strain) ও লাইন (line) সৃষ্টি করা হয়েছে। স্ট্রেইনভেদে কোয়েলের ডিম পাড়া, ডিমের ওজন, মাংস উৎপাদন ক্ষমতা প্রভৃতিতে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমানে পাঁচটি উপজাতের লেয়ার কোয়েল বেশি জনপ্রিয়। যেমন- ফারাও, ব্রিটিশ রেঞ্জ, ইংলিশ হোয়াইট, ম্যানচুরিয়ান গোল্ডেন ও টুক্সেডো।

লেয়ার কোয়েল (Layer quail)

বর্তমানে পৃথিবীতে পাঁচটি উপজাতের লেয়ার কোয়েল বেশি জনপ্রিয়। যেমন-

১. ফারাও
২. ব্রিটিশ রেঞ্জ
৩. ইংলিশ হোয়াইট
৪. ম্যানচুরিয়ান গোল্ডেন ও
৫. টুক্সেডো

পাঁচ উপজাতের কোয়েলের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে নানা বর্ণের কোয়েল তৈরি করা যায়। এ উপজাতগুলোর মধ্যে ফারাও উৎকৃষ্টতর। তাই বিশ্বব্যাপী এর কদরই বেশি। ফারাও উপজাত থেকে

ব্রাউন কোয়েল নামে একটি স্ট্রেইন তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশে ডিমের জন্য ফারাও এবং ব্রাউন দুপ্রকারের কোয়েলই পালন করা হয়।

লেয়ার কোয়েলগুলো জাতভেদে ১৫০-২০০ গ্রাম হয়ে থাকে। এরা বছরে ২৯০-৩০০টি রঙিন কারুকাজযুক্ত ডিম পাড়ে।

লেয়ার কোয়েলের বৈশিষ্ট্য ঃ জাপানি কোয়েল ছোটখাট ও গাট্টাগোট্টা পাখি। এদের ঠোঁট, ঘাড় ও পা খাটো, লেজ ছোট। পালকের তুলনায় দেহ (মাংস, হাড় ও নাড়িভুঁড়ি) বেশি ভারি। ঠোঁটের আগা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ড় এককেটি কোয়েল গড়ে ১৭.৫ সে.মি. লম্বা হয়। ওজনে জাতভেদে ১৫০-২০০ গ্রাম পর্যন্ড় হতে পারে। তবে আমাদের দেশে আনা মর্দা ও মাদি কোয়েলগুলোর ওজন যথাক্রমে ১২০-১৩০ গ্রাম ও ১৪০-১৫০ গ্রাম হয়ে থাকে। কোয়েলের ডিমগুলো অত্যন্ড় সুন্দর। ডিমের খোসার রঙ গাঢ় হলদে থেকে হালকা বাদামি। খোসার এ রঙের উপর থাকে অসংখ্য ছোটবড় নীল, বেগুনি, খয়েরি বা চকোলেট রঙের কারুকাজ বা দাগ। এককে কোয়েলের ডিমের কারুকাজ বা কারুকাজের রঙ এককে রকম হয়। কোনো কোনো লাইনের কোয়েল বছরে ২৯০-৩০০টি ডিম পাড়ে।

ফারাও কোয়েলের পালকের রঙ হুবহু বুনো জাপানি কোয়েলের মতো। এরা ৬-৭ সপ্তাহ বয়সে ডিম পাড়া শুরু করে।

ফারাও কোয়েলের বৈশিষ্ট্য ঃ ফারাও কোয়েলের পালকের রঙ হুবহু বুনো জাপানি কোয়েলের মতো। এদের পালকের রঙ বাদামি। তবে সারা গায়ে গাঢ় চকোলেট বা কালো রঙের ছোপ থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক মর্দাগুলোর বুকের উপরের অংশ হলদে বাদামি এবং নিচের অংশ হালকা বাদামি, আর মুখমন্ডলের রঙটা খয়েরি। মাদিগুলোর মুখমন্ডল, ঘাড় ও বুকের উপরের অংশ বাদামি। বুকের উপরের অংশের এ বাদামি রঙের উপর কালো বা খয়েরি গোলাকার ফোঁটা থাকে। এদের বুকের নিচের অংশটা তামাটে। সদ্যফোটা ৬-৭ গ্রাম ওজনের বাচ্চাগুলোর গায়ের কোমল পালকের রঙ হলদে। এর উপর খয়েরি বা কালো রঙের ছোপ থাকে। এরা ৬-৭ সপ্তাহ বয়সে ডিম পাড়া শুরু করে। আট সপ্তাহে ডিম উৎপাদন ৫০% এ পৌঁছে। দশ সপ্তাহে তা বেড়ে গিয়ে ৮০% হয় এবং ১৫ সপ্তাহের মধ্যে ডিম উৎপাদন সর্বোচ্চ পর্যায়ে (৯০%) পৌঁছায়। এরা ৭৫% ডিম বিকেল ৩-৬ টার মধ্যে এবং বাকি ডিম এ সময়ের পরে পেড়ে থাকে।

চিত্র ২৪ ঃ ফারাও উপজাতের মাদি কোয়েল

ব্রাউন কোয়েলের পালকের রঙের ধরন ফারাও কোয়েলের মতোই কিন্তু রঙ একেবারেই হালকা। এরা অত্যান্ত শান্তপ্রকৃতির।

ব্রাউন কোয়েলের বৈশিষ্ট্য ঃ ব্রাউন কোয়েলের পালকের রঙের ধরন ফারাও কোয়েলের মতোই কিন্তু রঙ একেবারেই হালকা; কোনো কালচেভাব নেই। তবে মর্দাগুলোর মুখমন্ডলের রঙ ফারাও উপজাতের থেকেও তুলনামূলকভাবে বেশি খয়েরি হয়। বাচ্চাগুলোর কোমল পালকের রঙ হলদে। তবে এ

হলদের উপরের ছোপগুলো তুলনামূলকভাবে হালকা। এরা অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির, ফারাও কোয়েলের মতো মারামারি বা ঠোকরাঠুকরি করে না। এছাড়া বাকি সব বৈশিষ্ট্য প্রায় ফারাও কোয়েলের মতোই।

চিত্র ২৫ ঃ মর্দা ও মাদি ব্রাউন কোয়েল

ব্রয়লার কোয়েলের মাংস অত্যন্ড় নরম ও সুস্বাদু। ৫ সপ্তাহ বয়সের একেকটি ব্রয়লার কোয়েলের জীবিত ওজন ১৪০-১৫০ গ্রাম হয়। এগুলো থেকে প্রায় ৭২.৫% মাংস পাওয়া যায়।

ব্রয়লার কোয়েল (Broiler quail)

ব্রয়লার কোয়েলের মাংস অত্যন্ড় নরম ও সুস্বাদু। এগুলো অত্যন্ত উঁচুদরের খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। পাঁচ সপ্তাহ বয়সের একেকটি ব্রয়লার কোয়েলের জীবিত ওজন ১৪০-১৫০ গ্রাম হয়। এগুলো থেকে প্রায় ৭২.৫% খাওয়ার উপযোগী মাংস পাওয়া যায়। মাংস উৎপাদনের জন্য পৃথিবীতে যতো ধরনের কোয়েল সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে ভারতের তামিলনাড়ু প্রদেশের কোইমবাটোরস্থ (Coimbatore) এ. ভি. এম. হ্যাচারিজ এন্ড ব্রিডিং রিসার্চ সেন্টার (প্রাঃ) লিমিটেড কর্তৃক উৎপন্ন সাদা বুক (white breasted) কোয়েলই উৎকৃষ্টতম। অবশ্য এটি এখনও আমাদের দেশে আনা হয় নি। তাই আপাতত লেয়ার কোয়েলের মর্দাগুলোই ব্রয়লার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের মাংস উৎপাদন হারও যথেষ্ট ভালো।

অনুশীলন (Activity) ঃ *লেয়ার ও ব্রয়লার কোয়েলের বৈশিষ্ট্যগুলো ছক আকারে তৈরি করুন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক. জাপানি কোয়েলকে সর্বপ্রথম কোথায় পোষ মানানো হয়?
- i) জাপানে
- ii) জাপান ও কোরিয়াতে
- iii) চীন ও জাপানে
- iv) জাপান, চীন বা কোরিয়াতে

খ. পাঁচ সপ্তাহ বয়সের একেকটি কোয়েলের জীবিত ওজন কত?
- i) ১৪০-১৫০ গ্রাম
- ii) ১৫০-১৬০ গ্রাম
- iii) ১৫০-১৭০ গ্রাম
- iv) ১৫০-২০০ গ্রাম

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. ফারাও উপজাতের জাপানি কোয়েল স্বভাবে অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির।
খ. জাপানি কোয়েল পোল্ট্রির ক্ষুদ্রতম সদস্য।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. কোনো কোনো লাইনের কোয়েল বছরে ——— ডিম পাড়ে।
খ. ব্রয়লার কোয়েলের মাংস অত্যন্ড়——— ও ——— ।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. সাদা বুক ব্রয়লার কোয়েল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম কী?
খ. কোয়েলের ডিমের রঙ কেমন?

পাঠ ১.৪ রাজহাঁসের পরিচিতি

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বিভিন্ন জাতের রাজহাঁসের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন জাতের রাজহাঁসের উৎপত্তি, দৈহিক ও উৎপাদন বৈশিষ্ট্য বলতে ও লিখতে পারবেন।

রাজহাঁস মূলত মাংস উৎপাদনের জন্যই পালন করা হয়।

গৃহপালিত রাজহাঁসের (domestic goose) বৈজ্ঞানিক নাম *Anser answer (আনসার অ্যানসার)*। রাজহাঁস মূলত মাংস উৎপাদনের জন্যই পালন করা হয়। আকারে মাঝারি জাতের উৎপাদন ক্ষমতা বেশি। তৃণময় এলাকায় রাজহাঁস পালন করলে খাদ্য খরচ কম হয়। রাজহাঁসের ডিম উৎপাদন মৌসুমি। টলুউইস এবং অ্যাম্বডেনকে সর্বোৎকৃষ্ট জাত হিসেবে মনে করা হয়। সব রাজহাঁসই সাহসী এবং অধিক জীবনীশক্তির অধিকারী। এখানে কয়েকটি জাতের রাজহাঁসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

টলুউইস মাংসল ও বড় আকারের রাজহাঁস।

১. টলুউইস রাজহাঁস (Toulouse geese) ঃ এদের উৎপত্তি ফ্রান্সে। এরা মাংসল ও বড় আকারের রাজহাঁস। দেহ লম্বা, প্রশস্ড় ও গভীর যা মাটির সমান্তরাল করে রাখে। টলুউইস রাজহাঁসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এদের বুক উঁচু, পুরু ও গভীর। ডানা লম্বা, লেজ খাটো, মাথা বড়, ঠোঁট মজবুত, গলা লম্বা ও পুরু এবং পা মজবুত। পালকের রঙে গাঢ় ও হালকা ধূসরের মিশ্রণ দেখা যায়। ঠোঁট, পা ও পায়ের পাতা কমলা এবং চোখ ঘোলা বাদামি রঙের। প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসা ও হাঁসির ওজন যথাক্রমে ১২.৭-১৩.০ ও ৯.১-১০.০ কেজি হয়ে থাকে।

চিত্র ২৬ ঃ টলুউইস জাতের রাজহাঁস

অ্যাম্বডেন হাঁসা ও হাঁসি উভয়েই সাদা রঙের।

২. অ্যাম্বডেন (Embden) ঃ এ জাতের রাজহাঁসের উৎপত্তি জার্মানিতে। এদের দেহ প্রশস্ত, পুরু ও গোলাকার। পিঠ লম্বা, সোজা ও মজবুত। ডানা দুটো আকারে লম্বা। মাথা লম্বা ও সোজা, ঠোঁট মজবুত, চোখ খুবই উজ্জ্বল হয়ে থাকে। পা খুব খাটো, পালক শক্ত ও সুবিন্যস্ড়। হাঁসা ও হাঁসি উভয়েই সাদা রঙের। ঠোঁট কমলা এবং চোখ হালকা নীল। পা ও পায়ের পাতা কমলা রঙের। প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসা ও হাঁসির ওজন যথাক্রমে ১৩.৬-১৫.৪ ও ৯.১-১০.০ কেজি হয়ে থাকে।

চিত্র ২৭ ঃ অ্যাম্বডেন জাতের রাজহাঁস

আফ্রিকান রাজহাঁস আকারে বেশ বড় ও লম্বা।

৩. আফ্রিকান রাজহাঁস ঃ এরা আকারে বেশ বড় ও লম্বা। মাথা প্রশস্ড় ও গভীর। মাথায় বড় ধরনের গুটি থাকে। মাথা খাঁড়া করে চলাফেরা করে। পিঠ প্রশস্ত, চ্যাপ্টা ও লম্বা। বুক গোলাকার। ডানা বড় ও মজবুত এবং লেজ বড়। এদের গলকম্বল রয়েছে যা পুরু ও বড়। পা মাঝারি লম্বা। হাঁসা ও হাঁসি উভয়ের মাথার রঙ হালকা বাদামি। গলার পালক হালকা ধূসর বাদামি এবং শরীরের বাকি অংশের পালকে প্রশস্ত ও কালচে বাদামি ডোরাকাটা দাগ থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসা ও হাঁসির ওজন যথাক্রমে ৯.১০ ও ৮.১৫ কেজি হয়ে থাকে।

চিত্র ২৮ ঃ আফ্রিকান জাতের রাজহাঁস

৪. আফ্রিকান সাদা রাজহাঁস ঃ এদের আকার-আকৃতি ও অবয়ব আফ্রিকান রাজহাঁসের মতোই। তবে, পালকের রঙ সাদা।

আমেরিকান ধূসর রাজহাঁস আকারে মাঝারি। চলাফেরার সময় খাঁড়া ও মাঝারি লম্বা গলাটি উঁচু করে রাখে।

৫. আমেরিকান ধূসর রাজহাঁস ঃ এরা আকারে মাঝারি। বুক প্রশস্ড় ও গভীর। ঘাড় থেকে লেজ পর্যন্ড় পালক ধনুক আকৃতির। লেজে থাকে চ্যাপ্টা খাড়া পালক। মাথা আকারে মাঝারি ও ডিম্বাকৃতির। খাঁড়া ও মাঝারি লম্বা গলাটি চলাফেরার সময় উঁচু করে রাখে। মাথার পালক ফ্যাকাসে ধূসর এবং তা বুক পর্যন্ত বিস্তৃত। শরীরের পালক হালকা ধূসর রঙের এবং তা ক্রমশ ফ্যাকাসে হয়ে পেট, পিঠ ও লেজে সাদা পালকে রূপান্তরিত হয়েছে। লেজের পালকে বাদামি ও সাদার মিশ্রণ হলেও প্রান্ড়গুলো ফ্যাকাশে ধূসর। ঠোঁট, পা এবং পায়ের পাতা কমলা রঙের। তবে চোখ ঘোলাটে কালো। প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসা ও হাঁসির ওজন যথাক্রমে ৮.১৫ ও ৭.২৫ কেজি হয়ে থাকে।

ধূসর ব্রেকন রাজহাঁস খুবই প্রাণচঞ্চল এবং উর্বর হিসেবে পরিচিত।

৬. ধূসর ব্রেকন রাজহাঁস ঃ এরা আকারে মাঝারি এবং অত্যন্ত মাংসল। এ জাতের রাজহাঁসের উৎপত্তি বৃটেনে। এ জাত খুবই প্রাণচঞ্চল এবং উর্বর হিসেবে পরিচিত। এদের শরীর প্রশস্ত, বুক গোলাকার, ডানা বড় ও মজবুত, গলা চিকন ও লম্বা। এ জাতের পা খাটো ও পালক আঁটোসাটো। হাঁসা ও হাঁসি উভয়ের পালক ঘন ধূসর রঙের। পা ও ঠোঁট লালচে এবং চোখ গাঢ় বাদামি। হাঁসা ও হাঁসির ওজন যথাক্রমে ৮.৯০ ও ৭.২৫ কেজি হয়ে থাকে।

ধূসর পিঠওয়ালা রাজহাঁসের শরীর মাটির সমান্তরাল। এরা আকারে মাঝারি।

৭. ধূসর পিঠওয়ালা রাজহাঁস ঃ এ জাতের উৎপত্তি ইউরোপে। শরীর মাটির সমান্তরাল। আকারে মাঝারি। পিঠ বাঁকানো। লম্বা ডানা লেজের পালকও অতিক্রম করে। মাথা প্রশস্ত ও সুন্দর। বড় বড় চোখ, মাথার পালক ধূসর। গলার উপরের পালক ধূসর, নিচের পালক সাদা। পিঠের ধূসর পালকের প্রান্ড় সাদা। বুক, শরীর, পাখা, লেজ সাদা। তবে ডানার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পালকের মাথাগুলো ধূসর রঙের। ঠোঁট কমলা, চোখ নীল, পা ও পায়ের পাতা কমলা রঙের। প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসা ও হাঁসি ওজনে যথাক্রমে ৭.৭ ও ৬.৮ কেজি হয়ে থাকে।

চীনা রাজহাঁস আকারে ছোট। এরা খুবই উর্বর জাতের রাজহাঁস।

৮. চীনা রাজহাঁস ঃ চীনা রাজহাঁস আকারে ছোট। এরা খুবই উর্বর জাতের রাজহাঁস। এদের দেহ সুঠাম ও খাড়া। এরা অত্যন্ত তৎপর। এদের পিঠ বেশ খাটো ও প্রশস্ড়। বুক গোলকার, ডানা লম্বা ও মজবুত এবং তা শরীরের সাথে মজবুতভাবে এঁটে থাকে। এদের মাঝারি আকারের মাথায় বড় আকারের গুটি থাকে। গলা খুব লম্বা; অনেকটা সোয়ানের (Swan) মতো। পা খাটো ও মজবুত; দুপায়ের মাঝখানের দূরত্ব বেশি। চীনা রাজহাঁস দুধরনের হয়ে থাকে, যেমন- সম্পূর্ণ সাদা ও বাদামি ধূসর রঙের। প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসা ও হাঁসির ওজন যথাক্রমে ৪.৫৫-৫.৪৫ ও ৩.৬০-৪.৫৫ কেজি হয়ে থাকে।

চিত্র ২৯ ঃ চীনা জাতের রাজহাঁস

ছাই রঙের পিঠওয়ালা রাজহাঁসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এদের বুক পুর ও মাংসল, পিঠ বাঁকা, মাথা বড় ও

৯. ছাই রঙের পিঠওয়ালা রাজহাঁস ঃ এদের উৎপত্তি আমেরিকায়। এরা আকারে মাঝারি। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বুক পুরু ও মাংসল, পিঠ বাঁকা, মাথা বড় ও বাঁকানো। মাথার রঙ সাদা। তবে গলার উপরের রঙ ছাই এবং নিচের রঙ সাদা। পিঠের রঙ সাদা। ঠোঁট লালচে, চোখ নীল এবং পা ও পায়ের পাতা লালচে। প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসা ও হাঁসির ওজন যথাক্রমে ৭.৭ ও ৬.৮ কেজি হয়।

পিল গ্রীমস জাতের উৎপত্তি বৃটেনে। এদের বুক গভীর, পুর ও মাংসল।

১০. পিল গ্রীমস ঃ এ জাতের উৎপত্তি বৃটেনে। এদের বুক গভীর, পুরু ও মাংসল। ডানা লম্বা ও মজবুত। দেহ সামান্য খাড়া। মাঝারি আকারের মাথাটি ডিম্বাকৃতির। পালক শক্ত, উজ্জ্বল ও আঁটোসাটো। হাঁসা সাদা রঙের; তবে এর ডানা ও পিঠে ধূসর রঙের দাগ আছে। হাঁসির মাথায় সাদা ও ধূসর রঙের মিশ্রণ। গলা ও বুকের ধূসর রঙের পালক ক্রমশ পেছন দিকে ফ্যাকাশে হতে হতে সাদা রঙে পরিণত হয়েছে। ঠোঁট কমলা এবং চোখ ঘোলা বাদামি রঙের। পা ও পায়ের পাতা কমলা রঙের। প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসা ও হাঁসির ওজন যথাক্রমে ৬.৩৫ ও ৫.৯০ কেজি হয়ে থাকে।

রোমান রাজহাঁস আকারে ছোট। উজ্জ্বল সাদা রঙের এ রাজহাঁসের দেহ সুঠাম, গভীর ও গোলাকার।

১১. রোমান রাজহাঁস ঃ এদের উৎপত্তি ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায়। এরা আকারে ছোট। উজ্জ্বল সাদা রঙের এ রাজহাঁসের দেহ সুঠাম, গভীর ও গোলাকার। এরা স্বভাবে শান্ত। দেহে হাড়ের তুলনায় আনুপাতিক হারে মাংসের পরিমাণ বেশি। গলা খাড়া। পা খাটো। ঠোঁট, পা ও পায়ের পাতা কমলা এবং চোখ হালকা নীল রঙের। প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসা ও হাঁসির ওজন যথাক্রমে ৫.৪৫-৬.৩৫ ও ৪.৫৫-৫.৪৫ কেজি হয়ে থাকে।

সিবাস্টোপুল রাজহাঁসের দেহ খাড়া, পেচানো ও অবিন্যস্ড় সাদা পালকে আবৃত।

১২. সিবাস্টোপল রাজহাঁস (Sebastopol geese) ঃ পূর্ব ইউরোপে সৃষ্ট এ জাতের রাজহাঁসের দেহ খাড়া, পেচানো ও অবিন্যস্ড় সাদা পালকে আবৃত। এরা আকারে মাঝারি। ওজনের তুলনায় এদেরকে দেখতে অনেক বড় মনে হয়। এরা বেশ মাংসল হয়ে থাকে। বুক বেশ পুরু ও গভীর। পা খাটো ও মজবুত। পা ও পায়ের পাতা কমলা এবং চোখ উজ্জ্বল নীল রঙের। প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসা ও হাঁসির ওজন যথাক্রমে ৬.৩৫ ও ৫.৪৪ কেজি হয়ে থাকে।

চিত্র ৩০ ঃ সিবাস্টোপল জাতের রাজহাঁস

এদেশে বাণিজ্যিকভিত্তিতে রাজহাঁস পোষা হয় না।

দেশী রাজহাঁস ঃ বাংলাদেশে রাঁজহাস পালন তেমন জনপ্রিয় নয়। বাণিজ্যিকভিত্তিতে এদেশে রাজহাঁস পোষা হয় না। তবে অনেকে সখ করে পুষে থাকেন। এ পাঠে বর্ণিত রাজহাঁসের জাতগুলোর মধ্যে একটিও এদেশে নেই। এদেশের দেশী রাজহাঁসগুলোর মধ্যে দুধরনের রঙ দেখা যায়। একটির দেহের রঙ কিছুটা আফ্রিকান রাজহাঁসের রঙের ন্যায়। অন্যটি পুরোপুরি সাদা।

চিত্র ৩১ ঃ বাচ্চাসহ দেশী রাজহাঁস

অনুশীলন (Activity) ঃ *বিভিন্ন জাতের রাজহাঁসের ওজন ছকের মাধ্যমে দেখান।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√)দিন।

ক. রাজহাঁস মূলত কিসের জন্য পালন করা হয়?
- i) ডিম উৎপাদনের জন্য
- ii) ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য
- iii) মাংস উৎপাদনের জন্য
- iv) গেইম বার্ড হিসেবে

খ. কোন্‌টিকে সর্বোৎকৃষ্ট জাতের রাজহাঁস হিসেবে বিবেচনা করা হয়?
- i) চীনা রাজহাঁস
- ii) আমেরিকান ধূসর রাজহাঁস
- iii) অ্যাম্বডেন রাজহাঁস
- iv) আফ্রিকান রাজহাঁস

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. আফ্রিকান রাজহাঁসের হাঁসা ও হাঁসির ওজন যথাক্রমে ৯.১০ ও ৮.১৫ কেজি।
খ. ধূসর পিঠওয়ালা রাজহাঁসের ঠোঁট নীল, চোখ কমলা, পা ও পায়ের পাতা লাল রঙের।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ——— জাতের রাজহাঁস আকারে ছোট।
খ. ——— জাতের রাজহাঁসের উৎপত্তি জার্মানিতে।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. কোন্ জাতের রাজহাঁসের উৎপত্তি ফ্রান্সে?
খ. কোন্ জাতের রাজহাঁস দেখতে সোয়ানের (Swan) মতো?

পাঠ ১.৫ কবুতর ও গিনি ফাউলের পরিচিতি

এ পাঠ শেষে আপনি –

- গৃহপালিতকরণের ইতিহাসসহ কবুতরের পরিচয় বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন জাতের কবুতরের নাম লিখতে পারবেন।
- স্কোয়াব কী তা বলতে পারবেন।
- স্কোয়াব উৎপাদনকারী কয়েকটি কবুতরের জাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- গিনি ফাউলের পরিচয় বলতে পারবেন।
- গিনি ফাউলের বিভিন্ন উপজাতের নাম ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

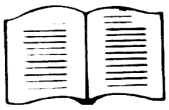

কবুতরের পরিচিতি

কবুতর শান্তির প্রতীক হিসেবে পরিচিত। পৃথিবীর সর্বত্র কবুতর দেখা যায়। মানুষ ও কবুতরের সম্পর্ক অতি প্রাচীনকালের। তবে কবে, কখন, কোথায় কবুতরের সঙ্গে মানুষের প্রথম সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। জীববিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, কবুতরের সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয় ঘটে আজ থেকে প্রায় ৫,০০০-৬,০০০ বছর আগে। প্রায় এক হাজার বছর আগে এদেরই একটি প্রজাতিকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করা হয়েছে। তবে, এ নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তাছাড়া প্রথম কোথায় এদের পোষ মানানো হয়েছিল তা নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন লিবিয়ায়, কেউ বলেন ব্যাবিলনে। আবার অনেকে বলেন, মিশরিয়রাই সর্বপ্রথম কবুতর পোষা শুরু করে। সে যাই হোক, মানব সভ্যতার বিকাশে কবুতরের যথেষ্ট অবদান ও গুরুত্ব রয়েছে।

কবুতরের সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয় ঘটে আজ থেকে প্রায় ৫,০০০-৬,০০০ বছর আগে।

পত্র যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে এক সময় বার্তাবাহক কবুতর ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। গ্রিস, মিশর, চীন, বৃটেন প্রভৃতি বহু দেশে কবুতরকে 'ডাক বাহক' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতবর্ষ শাসন আমলে মোঘলরা কবুতরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করেছেন। জ্ঞানী মুসলিম সুফি সাধক ও ইসলাম ধর্ম প্রচারক হযরত শাহজালাল (রঃ) এদেশে আসার সময় সঙ্গে করে কবুতর নিয়ে এসেছিলেন যেগুলোর বংশধররাই আজ 'জালালি কবুতর' নামে পরিচিত।

গৃহপালিত কবুতরের উৎপত্তি পাহাড়ি কবুতর থেকে যারা দেখতে অনেকটা জালালি কবুতরের মতো। পৃথিবীতে প্রায় ৬০০ জাতের কবুতর রয়েছে।

গৃহপালিত কবুতরের উৎপত্তি পাহাড়ি কবুতর (rock pigeon) বা *Columba livia (কোলাম্বা লিবিয়া)* থেকে যারা দেখতে অনেকটা জালালি কবুতরের মতো। বিশ্বব্যাপী গৃহপালিত কবুতরের প্রায় ৬০০টি জাত রয়েছে। আর এদের একেকটির আকার, গড়ন, রঙ, ওজন ও গুণও একেক রকম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতের কবুতর রয়েছে। আমেরিকার সিলভার ও হোয়াইট কিং; ইউরোপের হোমার, হোসা; জাপানের মুলি- ; চীনের গজবীন; ভারতের লাক্কা, গিরিবাজ, ময়ূরপঙ্খি, জ্যাকোবিন; ইরানের সিরাজি; মিসরের বাবরা ইত্যাদি বিখ্যাত কবুতরের জাত। এছাড়াও রয়েছে বল, চিল্লা, সুসাদ্দাম, সার্টিন, ট্রাম্পেট, টাম্বলার এবং আরও অনেক জাতের কবুতর। আমাদের দেশীয় জাতের কবুতরের মধ্যে গোলা, গোলি, ডাউকা, কাউয়া, হামকাচ্ছা, লোটন, মুক্কি ইত্যাদি প্রধান।

স্কোয়াব উৎপাদনকারী কবুতরের জাত

স্কোয়াব হলো ৪ সপ্তাহ বয়সের কবুতরের বাচ্চা। এদের মাংস অত্যন্ড় নরম, সুস্বাদু ও

কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কবুতর পালন করা হয়। যেমন- স্কোয়াব উৎপাদন, চিত্তবিনোদন, কবুতরের রেসিং ইত্যাদি। তবে এর মধ্যে স্কোয়াব উৎপাদনই প্রধান। স্কোয়াব (squab) হলো ৪ সপ্তাহ বয়সের কবুতরের বাচ্চা যাদেরকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। স্কোয়াবের মাংস অত্যন্ড় নরম, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। স্কোয়াব উৎপাদনে আমেরিকার সাদা ও সিলভার কিং উপজাতের কবুতর অত্যন্ড় জনপ্রিয়। এরা বছরে সর্বোচ্চ এগার জোড়া বাচ্চা দিতে সক্ষম। কবুতরের অনেক জাতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি বাণিজ্যিকভিত্তিতে স্কোয়াব উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। যেমন- কিং (সিলভার ও হোয়াইট), কারনাউ, স্কোয়াবিং হোমার, মনডেইন, জায়ান্ট আমেরিকান ক্রেস্ট, রান্ট, জায়ান্ট হোমার, মালটেস, হাঙ্গেরিয়ান, স্ট্রেসারস, ফ্লোরেনটিন, পোলিশ লিংকস এবং এদের সংকর। তবে

এদের মধ্যে কিং, কারনাউ এবং হোমার বিশ্বে স্কোয়াব উৎপাদনে খ্যাতিসম্পন্ন। এখানে স্কোয়াব উৎপাদনকারী তিনটি জাতের কবুতরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

ক– গোলা জাতের কবুতর

খ– সিলভার কিং উপজাতের কবুতর

গ– সিরাজি জাতের কবুতর

চিত্র ৩২ (ক, খ ও গ) ঃ বিভিন্ন জাত/উপজাতের কবুতর

১. কিং (King)

কিং জাতের উৎপত্তি যুক্তরাষ্ট্রে। এ জাতের মোট ৫টি উপজাত রয়েছে। যথা- সাদা, সিলভার, নীল, লাল ও হলুদ। তবে এদের মধ্যে স্কোয়াব উৎপাদনের জন্য সাদা ও সিলভার উপজাতই ব্যবহার করা হয়।

সাদা কিং স্কোয়াব উৎপাদনে সবচেয়ে জনপ্রিয় উপজাত।

ক. সাদা কিং (White King) ঃ স্কোয়াব উৎপাদনে এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় উপজাত। সাদা রান্ট, সাদা মালটেস, সাদা ডুচেস ও সাদা হোমার থেকে এজাতের কবুতর তৈরি করা হয়েছে। এদের দেহ মজবুত। পা পরিষ্কার, পায়ের নালায় কোনো পালক নেই। পুরো দেহ সাদা পালকে শক্তপোক্তভাবে মোড়ানো। লেজ খাড়া, দেহ মাংসল। প্রতিটি স্কোয়াবের ওজন প্রায় ০.৫ কেজি হলেই বাজারজাত করা হয়। জবাই করার পর অর্থাৎ ড্রেসড স্কোয়াবগুলো তেমন একটা গোলগাল হয় না। বরং কিছুটা কোনাকৃতির হয়। প্রাপ্তবয়স্ক কবুতরের ওজন প্রায় ৭৩৫ গ্রাম হয়ে থাকে।

স্কোয়াব উৎপাদনে সিলভার কিংয়ের জনপ্রিয়তা সাদা কিং থেকে অনেক কম।

খ. সিলভার কিং (Silver King) ঃ স্কোয়াব উৎপাদনে এ উপজাতটি একসময় বেশ জনপ্রিয় ছিল। তবে বর্তমানে এদের জনপ্রিয়তা সাদা কিং থেকে অনেক কম। এ উপজাতের কবুতর রান্ট, মালটেস, হোমার ও মনডেইন থেকে তৈরি করা হয়েছে। এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য অনেকটা সাদা কিংয়ের মতোই। তবে আকার-আকৃতিতে স্কোয়াব উৎপাদনকারী কবুতরের মধ্যে এরাই সবচেয়ে বড় হয়। এদের স্কোয়াবের ওজনও সাদা কিংয়ের থেকে কিছুটা বেশি হয়। তাছাড়া এরা সাদা কিংয়ের থেকেও বেশি পোষ মানে।

চিত্র ৩৩ ঃ জালালি কবুতর

২. কারনাউ (Carneaux)

কারনাউয়েরও ৫টি উপজাত রয়েছে। যথা- লাল, সাদা, হলুদ, কালো ও ডান (ফঁহ)। তবে এদের মধ্যে লাল ও সাদা কারনাউই স্কোয়াব উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

লাল কারনাউ অত্যন্ড় পরিশ্রমী পাখি ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।

ক. লাল কারনাউ (Red Carneaux) ঃ এদের উৎপত্তি বেলজিয়ামের দক্ষিণাঞ্চল ও ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলে। এরা অত্যন্ড় পরিশ্রমী পাখি ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। এরা কিং থেকে কিছুটা ছোট আকৃতির। এরা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। এদের দেহ মজবুত, পালক দেহে শক্তভাবে লেগে থাকে। এদের লেজ মাটি স্পর্শ করে। এদের পায়ের নালায় কোনো পালক নেই। স্কোয়াবের গায়ের চামড়ার রঙ সাদা। ড্রেসড স্কোয়াব গোলগাল হয়ে থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক পাখির ওজন প্রায় ৭০০ গ্রাম হয়ে থাকে। এদের দেহ লাল; তবে তার উপর কিছু সাদা রঙের ছোপ রয়েছে।

সাদা কারনাউ অল্প সময়ে বেশি উৎপাদন দেয়ার জন্য বিখ্যাত।

খ. সাদা কারনাউ (White Carneaux) ঃ সাদা কারনাউয়ের উৎপত্তি যুক্তরাষ্ট্রে। এদেরকে স্প্রেসড ফ্রেন্স ও বেলজিয়াম লাল কারনাউ থেকে উৎপন্ন করা হয়েছে। এরা অল্প সময়ে বেশি উৎপাদন দেয়ার জন্য বিখ্যাত। আমেরিকায় এরা খুব ভালো উপজাতের স্কোয়াব উৎপাদনকারী কবুতর। এদের স্কোয়াবের চামড়ার রঙ কিছুটা গোলাপি। স্কোয়াবের ওজন প্রায় ৪৫০ গ্রাম হয়ে থাকে।

স্কোয়াব উৎপাদনের জন্য হোমার একটি জনপ্রিয় জাত।

৩. হোমার (Homer)

স্কোয়াব উৎপাদনের জন্য এটি একটি জনপ্রিয় জাত। এদেরও ৫টি উপজাত রয়েছে। যথা- নীল, লাল, সিলভার, হলুদ ও ওপাল। তবে মাংসের জন্য নীল ও লাল উপজাতই ব্যবহার করা হয়। যদিও কিং, কারনাউ প্রভৃতির তুলনায় এদের চাহিদা কম তথাপি অনেকের কাছেই এ জাতটি বেশ জনপ্রিয়। এরা আকারে ছোট। এদের দেহ মজবুত। পায়ের নালায় কোনো পালক নেই। এদের দেহ শক্তপোক্ত পালক দিয়ে মোড়ানো। এদেরকে লালনপালন করতে কম জায়গার প্রয়োজন হয়। একেকটি স্কোয়াবের ওজন হয় প্রায় ৪০০ গ্রাম।

অনুশীলন (Activity) *ঃ স্কোয়াব উৎপাদনকারী বিভিন্ন জাত/উপজাতের কবুতরের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ছক আকারে তৈরি করুন।*

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলীয় দেশগুলো গিনি ফাউলের উৎপত্তিস্থল। এদের তিনটি উপজাত আছে। যথা- পার্ল, সাদা ও ল্যাভেন্ডার।

গিনি ফাউলের পরিচিতি

তিতির বা গিনি ফাউলের বৈজ্ঞানিক নাম *Numida meleagris (নুমিডা ম্যালিয়াগ্রিস)*। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের দেশগুলো গিনি ফাউলের উৎপত্তিস্থল। সাধারণত মাংসের জন্য ছোট ছোট দলে গিনি ফাউল পালন করা হয়ে থাকে। তবে অনেকে সখ করেও গিনি ফাউল পালন করে থাকেন। এদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি এবং মাংস সুস্বাদু। গিনি ফাউলের তিনটি উপজাত আছে। যেমন– পার্ল, সাদা ও ল্যাভেন্ডার। এদের মধ্যে পার্ল উপজাত সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। পার্লের ধূসর পালকের মাঝে সাদা রঙের ফোটা বা মুক্তোর মতো পার্ল (pearl) থাকে। সাদা উপজাতের পালক সাদা রঙের। তবে, ল্যাভেন্ডারের হালকা ধূসর পালকের মাঝে নিপুনভাবে সাদা রঙের ফোটা থাকে। যদিও পুরুষ ও স্ত্রী গিনি ফাউল চেনা কষ্টকর তবুও মাথার মুকুট, ওয়াটল ও গলার স্বরের ওপর ভিত্তি করে এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে এদের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। এরা এপ্রিল মাসের দিকে ডিম পাড়া শুরু করে এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ডিম পাড়া বন্ধ করে। সম্প্রতি কিছু আধুনিক স্ট্রেইন উদ্ধাবিত হয়েছে যেগুলো ১৪০-১৬০টি ডিম দিয়ে থাকে। আমাদের দেশী গিনি ফাউল ৭০-৮০টি ডিম দিয়ে থাকে। প্রজননের জন্য প্রতি ৪/৫টি স্ত্রী গিনি ফাউলের সঙ্গে একটি পুরুষ গিনি ফাউল রাখতে হয়। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে ২৮ দিন সময় লাগে। এদের কুড়িয়ে খাদ্য গ্রহণের ক্ষমতা বেশি বলে ছাড়া অবস্থায়ও পালন করা যায়। সাধারণত ১৫-১৬ সপ্তাহ বয়সে এদের ওজন ১.০-১.৫ কেজি হয়।

আমাদের দেশে তিতির বা গিনি ফাউল তেমন জনপ্রিয় নয়।

আমাদের দেশে তিতির বা গিনি ফাউল তেমন জনপ্রিয় নয়। বাণিজ্যিকভিত্তিতে এগুলো এদেশে পালন করা হয় না। তবে, অনেকেই সখ করে পুষে থাকেন।

চিত্র ৩৪ ঃ তিতির বা গিনি ফাউল

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৫

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক. কত বছর আগে গৃহপালিত পাখি হিসেবে কবুতর পোষা শুরু হয়?
- i) প্রায় ৬,০০০ বছর
- ii) প্রায় ৫,০০০ বছর
- iii) প্রায় ২,০০০ বছর
- iv) প্রায় ১,০০০ বছর

খ. কোন্ কোন্ জাতের কবুতর স্কোয়াব উৎপাদনের জন্য বর্তমান বিশ্বে খ্যাতিসম্পন্ন?
- i) কিং, কারনাউ ও হোমার
- ii) রান্ট, মালটেস ও হাঙ্গেরিয়ান
- iii) স্ট্রেসারস, ফ্লোরেনটিন ও গিরিবাজ
- iv) হোসা, সার্টিন ও লোটন

২। সত্য হলে ‘স’ এবং মিথ্যা হলে ‘মি’ লিখুন।

ক. স্কোয়াব হলো ৮ সপ্তাহ বয়সের কবুতরের বাচ্চা যাদেরকে মাংস হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

খ. গিনি ফাউলের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম ও মাংস সুস্বাদু।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. মানব সভ্যতার বিকাশে কবুতরের যথেষ্ট ——— ও ——— রয়েছে।

খ. ——— মাংস অত্যন্ত নরম, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর।

৪। এক কথায় উত্তর দিন।

ক. কবুতরের বৈজ্ঞানিক নাম কী?

খ. গিনি ফাউলের উপজাত তিনটির নাম কী কী?

ব্যবহারিক

পাঠ ১.৬ বিভিন্ন জাতের মুরগি, হাঁস, কোয়েল, রাজহাঁস, কবুতর ও গিনি ফাউল শনাক্তকরণ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বিভিন্ন জাতের হাঁস, মুরগি, কোয়েল, রাজহাঁস, কবুতর ও গিনি ফাউল নিজে নিজে শনাক্ত করতে পারবেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

এ কোর্সবইয়ের গৃহপালিত পাখি পালন অংশের পাঠ ১.১–১.৫ পর্যন্ড় ভালোভাবে পড়ুন। এসব পাঠ থেকে বিভিন্ন জাতের মুরগি, হাঁস, কোয়েল, রাজহাঁস, কবুতর ও গিনি ফাউলের শণাক্তকারী বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নিন। তাছাড়া এ পাঠে দেয়া বিভিন্ন গৃহপালিত পাখির জাত/উপজাতগুলোর রঙিন ছবি (চিত্র ৩৫-৭৯) ভালোভাবে লক্ষ্য করুন।

চিত্র ৩৫ ঃ বার্ড প্লাইমাউথ রক উপজাতের মোরগ

চিত্র ৩৬ ঃ হলুদ প্লাইমাউথ রক উপজাতের মুরগি

চিত্র ৩৭ ঃ ব্ল্যাক লেগহর্ন উপজাতের মুরগি

চিত্র ৩৮ ঃ হোয়াইট লেগহর্ন উপজাতের মুরগি

চিত্র ৩৯ ঃ ব্ল্যাক মিনর্কা উপজাতের মোরগ

চিত্র ৪০ ঃ ব্ল্যাক মিনর্কা উপজাতের মুরগি

চিত্র ৪১ ঃ রোড আইল্যান্ড রেড জাতের মোরগ

চিত্র ৪২ ঃ অ্যানকোনা জাতের মুরগি

চিত্র ৪৩ ঃ অস্ট্রালর্প মোরগ

চিত্র ৪৪ ঃ অস্ট্রালর্প মুরগি

চিত্র ৪৫ ঃ ফাইওমি জাতের মুরগি

চিত্র ৪৬ ঃ কার্ণিশ বা ইন্ডিয়ান গেম জাতের মোরগ

চিত্র ৪৭ ঃ লাইট সাসেক্স উপজাতের মোরগ

চিত্র ৪৮ ঃ লাইট সাসেক্স উপজাতের মুরগি

চিত্র ৪৯ ঃ ডার্ক ব্রাহমা উপজাতের মোরগ

চিত্র ৫০ ঃ হোয়াইট কোচিন উপজাতের মোরগ

চিত্র ৫১ ঃ দেশী মোরগ

চিত্র ৫২ ঃ দেশী মুরগি

চিত্র ৫৩ ঃ হাইসেক্স ব্রাউন লেয়ার মুরগি

চিত্র ৫৪ ঃ বি.ভি.-৩০০ লেয়ার মুরগি

চিত্র ৫৫ ঃ ইসা ভেডেট ব্রয়লার মুরগি

চিত্র ৫৬ ঃ স্টার ব্রো ব্রয়লার মুরগি

চিত্র ৫৭ ঃ আইলেসবারি জাতের হাঁস

চিত্র ৫৮ ঃ মাসকোভি জাতের হাঁস

চিত্র ৫৯ ঃ রোয়েন জাতের হাঁস

চিত্র ৬০ ঃ ইন্ডিয়ান রানার জাতের হাঁস

চিত্র ৬১ ঃ খাকি ক্যাম্পবেল জাতের হাঁস

চিত্র ৬২ ঃ জেনডিং জাতের হাঁস

চিত্র ৬৩ ঃ কল জাতের হাঁসি

চিত্র ৬৪ ঃ ক্রেস্টেড জাতের হাঁসি

চিত্র ৬৫ ঃ কায়োগা জাতের হাঁসা

চিত্র ৬৬ ঃ এক ঝাঁক দেশী হাঁস

চিত্র ৬৭ ঃ ফারাও উপজাতের মাদি কোয়েল

চিত্র ৬৮ ঃ ব্রাউন মাদি কোয়েল

চিত্র ৬৯ ঃ টলুউইস জাতের রাজহাঁস

চিত্র ৭০ ঃ অ্যাম্বডেন জাতের রাজহাঁস

চিত্র ৭১ ঃ আফ্রিকান জাতের রাজহাঁস

চিত্র ৭২ ঃ চীনা জাতের রাজহাঁস

চিত্র ৭৩ ঃ সিবাস্টোপল জাতের রাজহাঁস

চিত্র ৭৪ ঃ বাচ্চাসহ দেশী রাজহাঁস

চিত্র ৭৫ ঃ গোলা জাতের কবুতর

চিত্র ৭৬ ঃ সিরাজি জাতের কবুতর

চিত্র ৭৭ ঃ হোয়াইট কিং উপজাতের কবুতর

চিত্র ৭৮ ঃ জালালি কবুতর

চিত্র ৭৯ ঃ তিতির বা গিনি ফাউল

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. বিভিন্ন জাতের মুরগি, হাঁস, কোয়েল, রাজহাঁস, কবুতর ও গিনি ফাউল।
২. কলম, পেন্সিল, রাবার, সার্পনার, স্কেল, ব্যবহারিক খাতা ইত্যাদি।

কাজের ধারা

- প্রথমে বিভিন্ন জাতের মুরগি একটি ঘরে রাখুন।
- এবার এদের বৈশিষ্ট্যাবলী ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন।
- তাত্ত্বিক পাঠে পড়া ও এ পাঠের রঙিন ছবিগুলোতে দেখা বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্যাবলীর সঙ্গে এদের বৈশিষ্ট্যাবলী মিলিয়ে নিন।
- এবার এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে প্রতিটি জাতকে নিজে নিজে শনাক্ত করুন।
- এভাবে পর্যায়ক্রমে একই পদ্ধতিতে বিভিন্ন জাতের হাঁস, কোয়েল, রাজহাঁস, কবুতর ও গিনি ফাউল শনাক্ত করুন।
- ব্যবহারিক খাতায় প্রত্যেক জাতের পাখির ছবি আঁকুন ও শণাক্তকারী বৈশিষ্ট্যাবলী লিখুন।
- পুরো পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন এবং টিউটরকে দেখিয়ে তাতে সই নিন।

সাবধানতা

- পাখি পর্যবেক্ষণকালে এদেরকে বেশি বিরক্ত করবেন না।
- অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে বিভিন্ন প্রজাতি ও জাতের পাখির বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যবেক্ষণ করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ১

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। শ্রেণী, জাত, উপজাত, স্ট্রেইন, লেয়ার, ব্রয়লার প্রভৃতি বলতে কী বুঝেন? উদাহরণ দিন।
২। রোড আইল্যান্ড রেড এবং লেগহর্ন জাতের মুরগির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৩। ডিম উৎপাদনের জন্য কোন্ কোন্ জাতের মুরগি, হাঁস ও কোয়েল পালন করা সবচেয়ে লাভজনক? এদের উৎপাদন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৪। বাংলাদেশের পোল্ট্রি পরিবারের সবচেয়ে নবীন সদস্যের পরিচিতি লিখুন।
৫। মাংস উৎপাদনকারী মুরগি, হাঁস, কোয়েল ও কবুতরের মোট ২০টি জাতের নাম লিখুন।
৬। বাংলাদেশের দেশী মুরগি, হাঁস, রাজহাঁস ও কবুতর সম্পর্কে যা জানুন লিখুন।
৭। ছক আকারে বিভিন্ন জাতের রাজহাঁসের দৈহিক বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৮। কোয়েলের বিভিন্ন উপজাতের নাম লিখুন ও লেয়ার কোয়েলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৯। কিং ও কারনাউ জাতের কবুতরের উৎপত্তি, দৈহিক ও উৎপাদন বৈশিষ্ট্য লিখুন।
১০। গিনি ফাউল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত রচনা লিখুন।

উত্তরমালা - ইউনিট ১

পাঠ ১.১

১। ক. ii ১। খ. iv ২। ক. স ২। খ. মি ৩। ক. মিনর্কা
৩। খ. ৪.০-৪.৫ ও ৩.০-৩.৫ ৪। ক. অস্ট্রেলিয়ান ব-্যাক অরপিংটন ৪। খ. গ্রে চিটাগাং

পাঠ ১.২

১। ক. ii ১। খ. i ২। ক. মি ২। খ. মি ৩। ক. দেশী
৩। খ. মাসকোভি ৪। ক. মাংস উৎপাদনকারী, ডিম উৎপাদনকারী ও শোভাবর্ধক
৪। খ. সাদা, ধূসর ও সাদা-ধূসর

পাঠ ১.৩

১। ক. iii ১। খ. i ২। ক. মি ২। খ. মি ৩। ক. ২৯০-৩০০টি
৩। খ. নরম ও সুস্বাদু ৪। ক. এ. ভি. এম. হ্যাচারিজ এন্ড ব্রিডিং রিসার্চ সেন্টার (প্রাঃ) লিমিটেড
৪। খ. কোয়েলের ডিমের খোসার রঙ গাঢ় হলদে থেকে হালকা বাদামি। এর উপর অসংখ্য ছোট-বড় নীল, খয়েরি, বেগুনি বা চকোলেট রঙের কারুকাজ।

পাঠ ১.৪

১। ক. iii ১। খ. iii ২। ক. স ২। খ. মি ৩। ক. রোমান
৩। খ. অ্যাম্বডেন ৪। ক. টলুউইস রাজহাঁস ৪। খ. চীনা রাজহাঁস

পাঠ ১.৫

১। ক. iv ২। খ. i ২। ক. স ৩। খ. মি ৩। ক. অবদান, গুরুত্ব
৩। খ. স্কোয়াবের ৪। ক. *Columba livia* ৪। খ. পার্ল, সাদা ও লেভেন্ডার